CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 22 July, 2020 ■ আগরতলা, ২২ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ৭ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে রোগী ভরতিতে অ্যান্টিজেন টেস্ট বাধ্যতামূলক

করোনায় আরও দুই নাগরিকের মৃত্যু একজন রাজ্যে, অন্যজন তামিলনাড়ুতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। রাজ্যের আরও দুই নাগরিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের একজন ত্রিপুরায়, অন্যজন সদূর তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে। এখন পর্যন্ত রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে রাজ্যে নতুন করে ২৫৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মঙ্গলবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে এই কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, এদিন ৫১৮৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে, ২৫৪ জনের কোভিড -১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এই ২৫৪ জনের মধ্যে বিমানযাত্রী রয়েছেন ২২জন, সংক্রমিতের সংস্পর্শে ২১জন, কন্টেইনমেন্ট জোনের ৩ জন, উপসর্গ নিয়ে ২৫ জন, বিভিন্ন জায়গা ভ্রমন করে আসা ১৮ জন এবং এন্টিজেন স্টেটে ১৬৫জন।

জেলা ভিত্তিক হিসেবে দেখা গিয়েছে পশ্চিম জেলায় ৬৫জন, উত্তর জেলায় ৪৮জন, গোমতী জেলায় ৩৬জন, ধলাই জেলায় ৩৩ জন, দক্ষিণ জেলায় ২৯ জন, সিপাহীজলায় ২৮ জন, খোয়াই জেলায় ১২ জন এবং উনকোটি জেলায় ৩ জন করোনা আক্রান্ত। মুখ্যমন্ত্রী আরোও জানান দুর্ভাগ্যবশত রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১ জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, জেলা স্তরে কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে এদিন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৮১ জন।

প্রসঙ্গত, করোনা-র প্রকোপ ক্রমশ তেজি হচ্ছে। ইতিপূর্বে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছিল। এখন মৃত্যু মিছিলও শুরু হয়েছে। ফলে ত্রিপুরাবাসীর সাথে ত্রিপুরা সরকারও ভীষণ চিন্তায় রয়েছে।

মঙ্গলবার রাজ্যে করোনা আক্রান্ত ৫৫ বছর বয়সি জনৈক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্যসচিব তথা অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ এই তথ্য দিয়েছেন। তবে, ওই করোনা আক্রান্তের সম্পর্কে অন্য কোনও তথ্য জানা সম্ভব হয়নি।

এদিকে, করোনায় আক্রান্ত হয়ে ত্রিপুরার এক নাগরিকের তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে মৃত্যু হয়েছে। কমলপুরের বাসিন্দা ওই ব্যক্তির পরিবারের কাছ থেকে জানা গেছে, তিনি প্রায় ১৫ বছর ধরে কর্মসূত্রে কোয়েম্বাটুরে বসবাস করছিলেন। তিনি একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। স্ত্রী ও এক পুত্র সন্তান নিয়ে তিনি সেখানে থাকেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

তাঁর পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, দুদিন আগেই তাঁর কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। আজ সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি উচ্চ রক্তচাপ এবং মধুমেহ রোগে ভুগছিলেন। তাঁর পরিবারের সদস্য জানিয়েছেন, আজ স্ত্রী ও ছেলের নমুনা সংগ্রহ করে তাদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

এদিকে, করোনা-র প্রকোপ বৃদ্ধির কারণে ত্রিপুরায় বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিং হোমগুলিতেও রোগী ভরতির ক্ষেত্রে রেপিড অ্যান্টিজেন ডিটেকশন কিট দিয়ে পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, প্রতি কিটের জন্য সাড়ে চারশো টাকা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কোষাগারে জমা দিতে হবে।

এ-বিষয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন আক্রান্ত ২৫৪

ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে মর্মান্তিক মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। ঘরের মাটির দেওয়াল ভেঙ্গে প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শহরতলীর শ্রীনগর থানার অধীন আনন্দনগর মাস্টার পাড়ায়। মৃত ব্যক্তির নাম জগদিশ দাস। বয়স (৫৬)।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে ভারী বর্ষণের সময় ঘরেই ঘুমিয়েছিলেন জগদিশ দাস। বাড়ির অন্যলোক পৃথক ঘরে ছিলেন। আচমকা মাটির দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ে তাঁর উপর। ঘুমের মধ্যে থাকায় তিনি আত্মরক্ষা করতে পারেননি। বাড়ির লোকজন কোনওরকমে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরপরই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছে শ্রীনগর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তি পেশায় দিনমজুর ছিলেন।

পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনায় গুরুতর চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ উদয়পুর, ২১ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরের মাস্টার পাড়ায় দুটি বাইকের সংঘর্ষে এক ব্যক্তি গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত বাইক চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন দুটি বাইক দ্রুত বেগে আসছিল। একদিকে যখন বৃষ্টি পড়ছিল অন্যদিকে দ্রুতগতির বাইক সামনাসামনি আসার পর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি চালকরা। তাতেই মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পুলিশ এ ব্যাপারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে লকডাউনের খবরে দৌড়ঝাঁপ পাল্টা টুইটে ভুয়ো দাবি সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। লকডাউন নিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে যে গুজব ছড়িয়েছে তাতে রাজ্যবাসীর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরায় ২৪ জুলাই থেকে ৭ দিনের লকডাউনের ঘোষণা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর টুইটার বার্তা রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গেছে। বিষয়টি নজরে আসতেই ত্রিপুরা সরকার পাল্টা টুইট করে স্পষ্টীকরণ দিয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের টুইটে লকডাউন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে ঘোষণা ভুয়ো বলে দাবি করা হয়েছে।

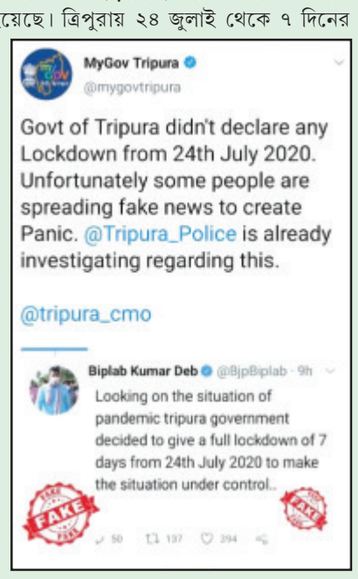

ত্রিপুরায় করোনা পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। সাথে এখন মৃত্যুর হারেও বৃদ্ধি হচ্ছে। গত কয়েকদিনে ৭ জনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। ফলে, রাজ্যবাসীর সাথে ত্রিপুরা সরকারও ভীষণ চিন্তায় পড়েছে। ইতিমধ্যে পুনরায় লকডাউন লাগু করার দাবি উঠেছে। সোমবার দিনভর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে লকডাউন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর টুইটার থেকে লকডাউন নিয়ে ঘোষণার ছবি ভাইরাল হয়েছে। অথচ, মুখ্যমন্ত্রীর টুইটারে এমন কোনও বার্তা খুঁজে পাওয়া যায়নি। লকডাউন নিয়ে ঘোষণার টুইটে দাবি করা হয়েছে, ত্রিপুরায় করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার ২৪ জুলাই থেকে ৭ দিনের লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই ত্রিপুরা সরকার পাল্টা টুইট করে সকলকে সতর্ক করে বলেছে, ২৪ জুলাই থেকে লকডাউনের কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি রাজ্য সরকার। দুর্ভাগ্যবশত কিছু মানুষ ভুয়ো খবর রটিয়ে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে।

নেশা কারবারীকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে হস্তান্তর জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরের মেলারমাঠ এলাকা থেকে আসা পাচারকারী সন্দেহে এক যুবককে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। আটক সন্দেহভাজন পাচাকারীর নাম প্রীতম দাস।

জানা যায় ওই যুবক বাইক নিয়ে মেলারমাঠ এলাকার একটি গলিতে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল। গত বেশ কিছুদিন ধরে তাকে ওই এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে লক্ষ্য করেছেন এলাকার মানুষজন। সে ড্রাগ পাচার বাণিজ্যে জড়িত বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।সন্দেহভাজন প্রীতম দাস নামে ওই যুবককে আটক করে সিগারেটের প্যাকেটের ভেতর থেকে ড্রাগের করেছেন বলে দাবি করেছেন এলাকাবাসী। তাকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেন স্থানীয়রা। তাতে সে অল্পবিস্তর জখম হয়। সন্দেহভাজন ব্রাউন সুগার পাচারকারী যুবককে উত্তম-মধ্যম দিয়ে আগরতলা পশ্চিম থানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসকের গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ জুলাই।। চিকিৎসকের গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে।পরবর্তী সময়ে রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে মধুপুর থানায় মামলা করা হয় ডাক্তারের বিরুদ্ধে। ঘটনা বিশালগড় মহাকুমার পুরাথল রাজনগর এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় পুরাথল রাজনগর এলাকার নিধুভূষণ দত্ত বয়স ৫৭ দীর্ঘদিন যাবৎ শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছেন। শেষপর্যন্ত অবস্থার অবনতি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার রাত দশটা নাগাদ বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা চিকিৎসার গাফিলতির কারণে রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। পরিবারের সদস্যরা তাদের বক্তব্য কর্তব্যরত এক মহিলা ডাক্তার তাকে চিকিৎসা করেনি। হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়। পরবর্তী সময়ে হাসপাতাল থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা মোটরষ্ট্যাণ্ড এলাকায় নো পার্কিং জোন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। আগরতলা মোটর ষ্ট্যাণ্ডে আই ও সি-র একটি রিটেল আউটলেটের জন্য ঐ এলাকায় যানবাহনের অত্যাধিক যানজট হচ্ছে। এই যানজট এড়ানোর জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে মোটর ভেহিক্যাল আইনে মোটর ষ্ট্যাণ্ডের মাঝখান থেকে চারটি রাস্তার ৫০ মিটার পর্যন্ত নো পার্কিং জোন ঘোষণা করেছেন। রাস্তাগুলো হলো মোটর ষ্ট্যাণ্ড রোড, পূর্ব থানা রোড, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা নিখোঁজ, পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট জনতার পথ অবরোধ অম্পিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ জুলাই।। নিখোঁজ নাবালিকার খোঁজ না মেলায় তার পরিবারের লোকজন সহ এলাকাবাসী মঙ্গলবার সকালে তেলিয়ামুড়া-অমরপুর সড়ক অবরোধে বসে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধমুক্ত হয় সড়ক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় অম্পিনগর থানাধীন হরিপুর এলাকার এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায় গত তিন মাস পূর্বে। এই নিয়ে নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে অম্পিনগর থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে বহু জায়গায় অভিযান চালানোর পরও নাবালিকা কন্যাকে উদ্ধার করা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার নাবালিকার পরিবারের লোকজন সহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২২ দফা দাবীতে উপজাতি কল্যাণের যুগ্ম অধিকর্তাকে ডেপুটেশন ও স্মারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। উপজাতি কল্যাণ দপ্তর এর যুগ্ম অধিকর্তার কাছে ২২দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে টি ইউ আইআরপিসি নামে একটি সংগঠন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ২২ দফা দাবি সনদ তুলে ধরেন। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ,পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা এবং জেলাপরিষদ এলাকার রাস্তাঘাটের দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা। উপজাতি কল্যাণ দপ্তর এর যুগ্ম আধিকারিক দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিকিট বিক্রির হার প্রমাণ করেছে রেল সফরে যাত্রীরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন ঃ রেলওয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। রেল সফরে যাত্রীরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। টিকিট বিক্রির হার তা প্রমাণ করেছে। কারণ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্পেশাল ট্রেনে সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন চন্দ বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাতটি স্পেশাল ট্রেন যাত্রী পরিষেবা দিচ্ছে। তাতে একটি ট্রেনে ৮১ শতাংশ এবং আরেকটিতে ৯৮ শতাংশ টিকিট বিক্রি হয়েছে। বাকি পাঁচটি ট্রেনে সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়েছে। তাতেই প্রমাণিত, রেল সফরে যাত্রীরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন, দাবি করেন তিনি।

শুভানন চন্দ বলেন, করোনা-র প্রকোপে স্বাভাবিক রেল পরিষেবা সর্বত্রই বন্ধ। মাঝে প্রচুর শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চলেছে। তাঁর কথায়, পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ নিজ রাজ্যে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি ১০০ জোড়া স্পেশাল শ্রমিক ট্রেন ১ জুন থেকে সারা দেশে যাত্রী পরিষেবা দিচ্ছে। তাতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাতটি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন যাত্রী পরিষেবায় জারি রেখেছে। সম্পূর্ণ বাতানুকূল ওই ট্রেনে কোনও আসন খালি থাকছে না বলে দাবি করেন তিনি।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গত এক মাসের তথ্য তুলে ধরে শুভানন চন্দ বলেন, বিভিন্ন স্পেশাল ট্রেনের যাত্রী সংখ্যার রেকর্ড থেকে দেখা গেছে অধিকাংশ ট্রেনের সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়েছে। তিনি বলেন, ডিব্রুগড়-নিউদিল্লি রাজধানী স্পেশাল ট্রেনে ৯৮ শতাংশ, নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক ট্রেনে ৮১ শতাংশ টিকিট এবং ডিব্রুগড়-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেইল স্পেশাল, আলিপুর জংশন-দিল্লি মহানন্দা স্পেশাল, গুয়াহাটি-এলটিটি স্পেশাল, নিউ জলপাইগুড়ি- অমৃতসর কর্মভূমি স্পেশাল এবং আগরতলা-নিউদিল্লি রাজধানী স্পেশাল ট্রেনে সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়েছে।

এই তথ্যের ভিত্তিতে শুভাননবাবু দাবি করেন, রেলের প্রতি মানুষের আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে তা প্রমাণিত হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বিভিন্ন রাজ্যে রেল সফরে রেলওয়ের সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। তবে, বিশেষ প্রয়োজনেই রেখে সফরের জন্য যাত্রীদের প্রতি আবেদন জানিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। তাতে করোনা-র সংক্রমণ মোকাবিলায় সহায়ক হবে, বলেন তিনি।

পাঞ্জাবি ও জাট উভয় সম্প্রদায়কে নিয়ে গর্ব বোধ করি ঃ বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। পাঞ্জাবি এবং জাট সম্প্রদায়-কে নিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর বয়ান তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তাতে, বিরোধী-রা মুখ্যমন্ত্রী-কে নিশানা করে কড়া ভাষায় সমালোচনা শুরু হয়েছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, বাঙালি তুখোড় বুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ। সেই তুলনায়, পাঞ্জাবি এবং জাট সম্প্রদায়ের মানুষ প্রচন্ড শক্তিশালী হন, কিন্তু বুদ্ধিতে বাঙালি-র তুলনায় কম যান। মুখ্যমন্ত্রী-র এই বক্তব্য-কে চরম অপমানজনক এবং জাতি বিদ্বেষী বলে নিন্দা জানিয়েছেন বিরোধীরা। তারই জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পাঞ্জাবি এবং জাট সম্প্রদায়-কে নিয়ে আমি গর্ব বোধ করি। তবুও, আমার কোন বয়ান তাদের আঘাত দিলে তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ টুইট বার্তায় বলেন, পাঞ্জাবি এবং জাট উভয় সম্প্রদায়-কে নিয়ে আমি গর্ব বোধ করি। কারণ, আমি নিজেও দীর্ঘ সময় তাঁদের সাথে রয়েছি। তিনি বলেন, যদি আমার বয়ানে কেউ আঘাত পেয়ে থাকেন তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। তাঁর কথায়, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাঞ্জাবি এবং জাট সম্প্রদায়ের অবদান অনস্বীকার্য এবং আমি তাঁদের প্রণাম জানাই। সাথে তিনি যোগ করেন, দেশের উন্নতিতে তাদের অংশীদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার বিষয়েও কখনো ভাবতে পারি না। তাঁর দাবি, ওই সম্প্রদায় থেকে আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব রয়েছেন। তাই, আমার কোন বয়ানে যদি তাঁরা আঘাত পেয়ে থাকেন তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

তিনি দৃঢ়তার সাথে তাঁর বয়ানের খন্ডন করে বলেন, আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমি পাঞ্জাবি এবং জাট ভাইদের সম্পর্কে কিছু মানুষের চিন্তাধারার উল্লেখ করেছি। কোন সম্প্রদায়-কে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ, পাঞ্জাবি এবং জাট উভয় সম্প্রদায়-কে নিয়ে আমি গর্ব বোধ করি।

বিদ্যুৎ ভোক্তাদের অভিযোগ নিরসনে কল সেন্টার খোলা হচ্ছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। বিদ্যুৎ ভোক্তাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগের সমাধানে বিশ্বমানের কল সেন্টার খুলতে চলেছে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম। কেন্দ্রীভূত ওই কল সেন্টারে ১০ জন আউটগয়িং কল এবং ২০ জন ইনকামিং কল সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। আগামী ২৭ জুলাই ওই কল সেন্টারের উদ্বোধন হবে। এ-বিষয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, উন্নতমানের গ্রাহক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বমানের কল সেন্টার থাকা খুবই জরুরি। কারণ, বিদ্যুতের সমস্যা হলে ভোক্তারা অভিযোগ জানাতে পারেন না। ওই অভিযোগ নিরসনে পরিষেবা ভোক্তাদের দরজায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে কল সেন্টারের সূচনা করা হচ্ছে।

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর বিদ্যুৎ পরিষেবায় বিরাট পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু, এখনও কোনও সমস্যা হলে ভোক্তারা অভিযোগ জানাতে না পেরে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তাই, বিশ্বমানের কল সেন্টার শুরু করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ওই কল সেন্টারে আউটগয়িং কলের জন্য ১০ জন এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিনভর ভারী বর্ষণে জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব, নদীগুলি ফুঁসছে

ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। ভারী বর্ষণে ত্রিপুরায় জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। সকাল থেকে বৃষ্টিতে আগরতলায় বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে গিয়েছিল। কিন্তু, বিকেল হওয়ার আগেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কয়েকটা গলি পথে সামান্য জল জমা রয়েছে। কিন্তু, ওই জল পরিষ্কার করার জন্য চেষ্টা চলছে। এদিকে, আগামী দুই দিন বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আগামীকাল ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরায় বিভিন্ন নদীর জলস্তর ইতিমধ্যে বেড়ে গেছে। ভারী বর্ষণে ৬টি বাড়ি আংশিক এবং একটি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আগরতলায় জল নিষ্কাশন ব্যবস্থায় অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। আজ দিনভর ভারী বর্ষণে অন্যান্য বছরের তুলনায় রাস্তায় জল কম জমেছে। বিভিন্ন গালি পথে জল জমেছে ঠিকই। তবে, খুবই অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রাস্তায় জমা জল পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভারী বর্ষণে আজ গন্ডাছড়ায় ১টি বাড়ি এবং উদয়পুরে ৫টি বাড়ি আংশিক ও ১টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ সকাল থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ৬ ঘন্টায় আগরতলায় ২৭.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এদিকে, আগামী দুই দিন বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তবে, আগামীকাল ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া রিপোর্টে জানানো হয়েছে। রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, ত্রিপুরায় বিভিন্ন নদীর জলস্তর বেড়ে গেছে। তবে, বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছায়নি।

ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম ঘুরে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

আজ আগরতলায় সর্বাধিক পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে। খুব কম সময়ে সেই বৃষ্টির জল চলে যাচ্ছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা সঠিক হয়েছে, পাম্পগুলোও কাজ করছে। মঙ্গলবার শহরের জমা জল নিষ্কাশন ব্যবস্থায় আগরতলার ইন্দ্রনগরের আইটি ভবনে আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড এন্ড কন্টোল রুমের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ২৭৯ ◻ ২২ জুলাই ২০২০ ইং ◻ ৬ শ্রাবণ ◻ বুধবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

লকডাউনই রক্ষা কবচ নহে

করোনা পরিস্থিতির সর্বনাশা থাবা হইতে যে সহসা মুক্তি নাই তাহা অন্তত জোর দিয়া বলা যায়। সারা দেশে করোনার থাবা বিস্তৃতই হইতেছে। যে কেরলে করোনার বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপ প্রশংসিত হইয়াছিল সেই রাজ্যে এখন গোষ্ঠী সংক্রমণ বাড়িতেছে। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র সহ বিভিন্ন রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি তো রীতিমতো ভয়াবহ। করোনার আক্রান্তের সংখ্যা তো লাফাইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরা কি করিবে? এখানে তো করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িতেছে। রাজ্যে ১৪ জন চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হইয়াছেন। যাহা গভীর উদ্বেগের। সোজা কথায়, ত্রিপুরায় করোনার প্রকোপ লাগামহীন ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। সারা রাজ্যেই করোনা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্বাস্থ্য কর্মী, নিরাপত্তা কর্মী, আইনজীবী শিক্ষক সকলেই করোনায় আক্রান্ত হইতেছেন। সবচাইতে বেশী ঝুঁকিতে রহিয়াছেন স্বাস্থ্যকর্মী এবং সুরক্ষা কর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার। কপালে চিন্তার ভাজ ফেলিয়াছে। কারণ, সংক্রমণ বৃদ্ধির সঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়িতেছে। এই অবস্থায় কঠোর লকডাউনের পথে আগাইতেছে সরকার। সূত্রের খবর অনুযায়ী অন্তত টানা সাতদিন লকডাউন লাগু হইতে চলিয়াছে। এই মর্মে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চপর্য্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক হইয়াছে। এদিকে, ত্রিপুরা হাইকোর্ট এক বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া আগামী ৯ আগষ্ট পর্য্যন্ত বর্তমান কার্য্যপদ্ধতির সময়সীমা বাড়াইয়াছে। কেবলমাত্র জরুরী ভিত্তিতে মামলায় ভিডিও কনফারেন্সে শুনানী হইবে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, হঠাৎ করিয়া করোনা ভয়ংকর ভাবে থাবা বসাইয়াছে কেন? লক্ষ্য করিবার বিষয় রেপিড এন্টিজেন কিট দিয়া পরীক্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। গত দুই দিনে চার শতাধিক করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলিয়াছে।

রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় সাত দিনের পূর্ণ লকডাউন চলিতেছে। এই লকডাউনের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় খাদ্যের সংকট দেখা দিয়াছে। সিপিএম এই সংকটের বিষয়ে সরব হইয়াছে। লকডাউন এলাকায় গরীব অংশের মানুষ খাদ্য ও আর্থিক সাহায্যের দাবী জানাইয়াছে দল। এই মুহূর্তে যদি সারা রাজ্যে দীর্ঘ সময় লকডাউন চালু করা হয় তাহা হইলে পরিস্থিতি আরও ভয়াল হইয়া উঠিবে। আজকের পরিস্থিতি রাজ্য সরকারের শাঁখের করাতের মতো। পরিস্থিতি যে ভয়াল রূপ নিতেছে তাহাতে লকডাউন ছাড়া বিকল্প পথও খোলা আছে এমন মনে হয় না। কিন্তু, প্রশ্ন উঠিয়াছে, রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ, খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাঁহাদের তো এমনিতেই মরণ দশা। সেখানে আবার যদি পূর্ণ লকডাউন জারী করা হয় তাহা হইলে সাধারণ মানুষের জীবনে আরও বেশী অন্ধকার নামিয়া আসিবে। কিন্তু, জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগের ক্ষেত্রে খামতি আছে একথা অস্বীকার করা যাইবে না। বাজার হাট তো সোশ্যাল ডিস্টেন্স এখন নাই বললেই চলে। শুধু বাজার হাট নয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই অবস্থা। নির্দেশিকার এই অমান্য করোনা গ্রাস বৃদ্ধির বড় কারণ সন্দেহ নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় অনেক সরকারী ক্ষেত্রেও ঢিলেঢালা ভাব চলিতেছে। যদিও সরকারী অফিস ইত্যাদিতে কোনও সোশ্যাল ডিস্টেন্স ঠিকঠাক ভাবে মানা হয় না সেখানে কিভাবে করোনা মোকাবেলা করা হইবে। সুতরাং সম্পূর্ণ লকডাউনই সমস্যার সমাধান দিতে পারে না।

সারা দেশে যখন করোনার দাপট বাড়িয়াছিল, প্রাথমিক পর্বে তখন ত্রিপুরা ছিল অনেকটাই করোনা মুক্ত। বহিঃরাজ্য হইতে ত্রিপুরায় যখন লোকজনের আসা যাওয়া বাড়িয়া গেল তখনই করোনার থাবা বিস্তৃত হইল। এই করোনার বিস্তৃতির জন্য দায়ী সাধারণ মানুষও। তাঁহারা কোনও নিয়ম নীতি বা সুরক্ষার ব্যাপারটাকেই তেমন পাত্তা দিতেছে না। গুরুতর অভিযোগ যে, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য বহিঃরাজ্য হইতে আসিয়া দিব্যি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, অফিস করিয়াছেন। তাঁহার ছেলেও একই রকম কোনও নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। জানা গিয়াছে একজন অধ্যাপক আমতলী থানায় উপাচার্য্যের বিরুদ্ধে এফআইআর জমা দিয়াছেন। একজন উপাচার্য্যকে যদি এইরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করিতে পারে সেখানে কিভাবে করোনা আটকানো যাইবে? উপাচার্য্য এই দায়িত্বহীন কান্ড কারখানার জন্য সমুচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত। সোজা কথায়, যতদিন পর্যন্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধি না হইবে ততদিন করোনার অভিশাপ হইতে মুক্তি মিলিবে না। জানা গিয়াছে করোনার ভ্যাকসিন তৈরী হইয়াছে। তাহা আরও পরীক্ষার নীরিক্ষার পর হয়তো বাজারে ছাড়া হইবে। কিন্তু, ততদিন চাই সচেতনতা ভ্যাকসিন। অসচেতনতার কারণে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িতেছে। শুধু লকডাউনই করোনা মোকাবেলার একমাত্র অস্ত্র হইতে পারে না। জন সচেতনতাই আসল কথা।

আয়া সোফিয়াঃ ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে ঘোরানো

শোভনলাল চক্রবর্তী

ইস্তাম্বুলে অবস্থিত ওই শহরের অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য পৃথিবীখ্যাত আয়া সোফিয়া মিউনিয়াম রইল না। রাষ্ট্রপতি এরদোগান এখ ডিক্রি পাশ করলেন, আর তাতেই সিলমোহর দিলেন তুরস্কের শীর্ষ আদালত। ঠিক, যেমনটা হয়েছিল ভারতে রামমন্দির রায়ে, কার্যত সরকারি অভিমতে সিলমোহর দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। সেই রায়ের প্রধান কারিগর এখন শাসক দলের রাজ্যসভার সদস্য। এরদোগানের ডিক্রিতে যে বিচারক সিলমোহর দিলেন, তিনিও নিশ্চিতরূপে পুরস্কৃত হবেন। তুরস্ক যে ক্রমশ তার মর্ধনিরপেক্ষ চরিত্র হারাচ্ছে এবং রাষ্ট্রপতি এরদোগানের নেতৃত্বের এক ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা বোঝা যাচ্ছিল বেশ কয়েক বছর ধরে, তবে এবার প্রমাণ মিলল হাতে নাতে। স্মৃতিসৌধ হিসেবে আয়া সোফিয়া ছিল এক মাইলফলক, যেখানে শিল্প অতিক্রম করেছিল ধর্মকে। যার ভিতরে প্রবেশ করে ওপরের দিকে তাকালে অজস্র রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে আসা সূর্যের আলো এক অপরূপ শিল্প মাধুর্য তৈরি করত। এমন এক আলোর খেলা প্রাণ ভরে দেখতেন মানুষ, যারা অনেকেই ভাবতেন এই আলোই হয়তো বা ঈশ্বর। এরদোগানের সিদ্ধান্ত হয়তো তাঁর ইসলামি বন্ধুদের আনন্দ দিল, কিন্তু তুরস্কের বহু মানুষ যেমনটি বলেচেন, নোবেলজয়ী সাহিত্যিক ওরহান, পামুক, "কাঁদছেন ,কিন্তু তাদের কন্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না"। এরদোগানের এই পদক্ষেপ যে সারা পৃথিবীকে নাড়া দিয়ে গেছে তাই নয়, দেশের ভিতর তৈরি করেছে এক উল্লম্ভ বিভাজন রেখা। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এটি খ্রিস্টানদের প্রার্থনার জন্য একটি গির্জা হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। ১৪৫৩-এ যখন অটোমানরা কনস্টান্টিনোপল (আজকের ইস্তাম্বুল) দখল করল তখন এই গির্জাটিকে মসজিদে রূপান্তর করা হয়। সেটা ছিল সেই যুগের প্রচলিত রীতি বহু ক্ষেত্রে এর উল্টোটাও ঘটেছে। ১৯৩৪-এ ক্ষমতা দখল করে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক এই মসজিদটিকে একটি স্মৃতি সৌধ এবং পরে মিউজিয়াম রূপান্তরিত করেন। কামাল ছিলেন আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কের জনক, যিনি প্রভাবিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষকে। এই স্মৃতি সৌধটি পরবর্তীকালে উনিসেফ কর্তৃক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পায় এবং সারা বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে একবারে ওপরের দিকে ছিল এর অবস্থান। বেশ কিছুদিন যাবৎ গোঁড় মুসলমানদের একটা অংশ এই সৌধিটিকে পুনরায় মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করতে দিতে হবে বলে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু ওই সংখ্যালঘুদের কথায় কেউ তেমন আমল দেননি। কিন্তু ওই সংখ্যালঘুদের কথায় তেউ তেমন আমল দেননি। কিন্তু এরদোগানের নেতৃত্বে যে তুরস্কের ধর্মীয় ভাবাবেগের আমূল পরিবর্তন হয়েছে, তা এবার জলের মতো পরিষ্কার । এরপর তুরেস্কে আর ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার রয়েছেন, এমনটা কেউ বলবেন কি? আয়া সোফিয়ার চরিত্র বদলে দিয়ে কিন্তু তার ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে যে এখটি সেতু নির্মাণের কাজ ছিল, তাকে মুছে ফেলা যাবে না, যেমন মুছে ফেলা যাবে না, এর ঐতিহাসিক মূল্যকে। এরদোগানের পদক্ষেপ তাই ইতিহাসের চাকাকে উল্টো দিকে ঘোরানোর প্রচেষ্টা, যা ব্যর্থ হতে বাধ্য আমাদের দেশের অনুরূপ প্রচেষ্টা চলছে, সত্যি কথা বলতে কি বিশ্বের নানা প্রান্তে চলছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এখসঙ্গে এতগুলো দেশে দক্ষিণপন্থী শাসক আর কোনও কালে এসেছিল কি? এখন প্রশ্ন উঠছে তুরস্ক কি তবে একনায়কতন্ত্রে দিকে পা বাড়াচ্ছে। ভারতের মতো অতীতে এটাই রেওয়াজ ছিল যে রাজারা কোনও দেশ বা রাজ্য দখল করলে সেখানকার ধর্মীয় স্থানের চরিত্র বদল করে দিতেন। আয়া সোফিয়া ইতিহাস ও ছিল তাই। আতাতুর্ক সোভিয়াকে স্মৃতি সৌধ বানিয়ে তার ইতিহাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইস্তাম্বুলে বিভিন্ন দর্শন ও ধর্মকে এক আসনে বসিয়েছিলেন আতাতুর্ক। এই বিশেষ অবস্থান থেকে এরদোগান আজ একশ আশি ডিগ্রি উল্টো দিক ঘুরে রয়েছেন। তুরস্কের মানুষদের একটা বড় অংশ এদোগানকে পছন্দ করছেন না। পামুক যেমন স্পষ্ট করে বলেছে, আয়া সোফিয়া তাঁর দেশের নিজস্ব ব্যাপার, এ নিয়ে তিনি কারুক কথা কানে তুলতে রাজি নন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে ভুল বলছেন এরদোগান, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সারা পৃথবীর, কোনও একা দেশের নয় প্রশ্ন উঠেছে এই পরিবর্তনের সময় নিয়ে। তুরস্ক যখন করোনা অতিমারিতে কাবু, অর্থনীতি তলানিতে, পর্যটন শিল্প মাছি মারছে, ঠিক তখনই এরদোগান গির্জা মসজিদ ইস্যুটিকে সামনে আনলেন, সেকি দেশের মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য, নাকি ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধীদের কাছে নিজের একদেশদর্শীতা প্রমাণের চেষ্টা। এরদোগান একা নন, এই একই খেলা খেলছেন অনেকেই—ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে নিজের পায়ের তলায় সরে যাওয়া মাটি, কিছু সংহত করার চেষ্টা। নিজের ধর্মের ঢাক পিটিয়ে বহু রাষ্ট্রপ্রধান চাইছেন এই অস্থির সময়কে আরও অস্থির করে তুলতে এবং নিজেদের দিকে সরে যাওয়া আলোর বুত্তকে ফিরিয়ে আনাতে। কিন্তু যে পথ তাঁরা বেছে নিয়েছেন তা ভ্রান্ত। ইতিহাস তার সাক্ষী। ধর্ম হয়তো আরও বেশি করে ধাঁত, নখ বার করা জাতীয়তাবাদের জন্ম দেবে, কিন্তু তা মানুষের শেষ বিচারে টিকবে না। তবে হ্যাঁ, আপাতত সভ্যতার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ এই সব দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রপ্রধানরা, যাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীও। এঁরা গণতান্ত্রিকভাবেই ক্ষমতা দখল করেছেন কিন্তু সাংখ্যাগুরুর রাজনীতি এবং আধিপত্যবাদ এই দুইয়ের জোড় ফলায় বিরোধীদের নিকেশ করেছেন। এঁদের শাসনকালে অর্থনীতি একেবারে তলানিতে পৌঁছনোর কারণ এঁরা সবাই তাদের মিথ্যাচার করেন অবলীলায় এবং দেশের মানুষকে বড় বড় স্বপ্ন দেখান। করোনা অতিমারির সুযোগে এঁরা যে যার মতো করে দলের কাজ করে চলেছেন। আমাদের দেশের দিকে তাকালেই সেটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। ক্রিমিনাল লয়ের বদল, সিলেবাসের বদল এবং বেছে বেছে অংশ বাদ এসবই আসলে দলের কাজদ, হিডেন এজেন্ডা। এরদোগানও এর ব্যতিক্রম হতে যাবেন কোন দুঃখে। এঁদের সবার পালক এক রকমের। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ফরাসি বিপ্লবের কথা

শোভনলাল চক্রবর্তী

স্বাধীনতা, সামা, মৈত্রীর ধ্বনি দিয়ে ১৭৮৯ সালে হয়েছিল ফরাশি বিপ্লব। ওই বছর ১৪ জুলাই প্যারিসে অত্যাচারের প্রতীক বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটিয়ে সংগ্রামী ফরাসি জনগণ তাদের বিপ্লবের সূচনা করেছিল। বাস্তিলের তপন ওই সময়ের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ফ্রান্সের প্রাচীনরীতি সামন্তবাদ রাজার একনায়তন্ত্র এবং বিশেষ অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকারের সমাপ্তি। এই ঘটনা ইউরোপের অন্যান্য দেশের রাজ্যন্যবর্গকেও আতঙ্কিত করেছিল। ফ্রান্সের রাজ্য পঞ্চদশ লুই ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল উনষাট বছর। এরপর রাজা হন ষোড়শ লুই ১৭৭৪ সালে। তার রানি ছিল আতোয়ানেত। তিনি ছিলেন অস্ট্রিয়া সম্রাটের বোন। তিনি তাঁর স্বামীকে কার্যত আজ্ঞাবহ করে সর্বক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতেন। এই রাজারানির উপরে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়েছিল। রাজারানির টাকার চাহিদার শেষ ছিল না। কৃষকদের এবং জনসাধারণকে কার্যতঃ লেউলিয়া করেও তারা কর আদায় করতেন। যে কারণে ওই সময়ে রানি আতোয়ানেত পরিচিত ছিল 'মাদাম ডেফিসিট' বা 'মাদাম দেউলিয়া' নামে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দেরাদুন কারাগার থেকে ১৯৩২ সালে তাঁর কিশোরী কন্যা ইন্দিরাকে সাতটি চিঠিতে ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ফরাসি বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করল আগ্নেয়গিরির আকস্মিক বিস্ফোরণের মতো। কিন্তু বিনা কারণে এবং দীর্ঘ বিবর্তন ব্যাতীত বিপ্লব অথবা আগ্নেয়গিরি সহসা ফেটে বের হতে পারে না। রাজা ষোড়শ লুই বেপরোয়া হয়ে টাকা আদায়ের আইন করার জন্য একটি 'স্টেটাস জেনারেল' বা রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠন করে ভার্সাইয়ে এক সভা ডাকলো ১৭৮৯ সালের ৪ মে। রাষ্ট্র সমিতি নাগরিকদের প্রতিনিধি ছিল, তারা হলো যাজক, অভিজাত ও মধ্যবিত্ত। ওই সভায় মধ্যমিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা রাজার করণীতির তীব্র বিরোধিতা করল। ক্ষিপ্ত রাজা মধ্যবিত্তদের ওই সভা থেকে বের করে দিল। বেরিয়ে গিয়ে ওই প্রতিনিধিরা 'টেনিস কোর্ট-এর মিলিত একটি শাসন বিধি হল, রচনার জন্য শপথ নিল। এই মধ্যবিত্তদের পক্ষে শ্রমিক ও কৃষকদের সমর্থন ছিল। রাজা তার সৈন্যদের এদের দিকে গুলি চালনার কথা বলেন। সৈন্যরা এটি অস্বীকার করে। রাজা তখন পার্শ্ববর্তী দেশের রাজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিদেশি সেনা আনার চেষ্টা করে তাতে মানুষের ক্ষোভ আরও বাড়ে। জনসাধারণের বিরাট অংশ হিম্মত করে প্যারিসের রাস্তায় মিলিত হল-১৪ জুলাইই বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটে। ১৪ জুলাইয়ের পর রাষ্ট্রীয় সমিতি জাতীয় সমিতিতে রূপান্তরিত হয়। রাজার ক্ষমতা সমাপ্ত করা হয় এবং কিছু আইন পাশ হয়। এই জাতীয় সমিতি সিদ্ধান্ত করে দাসত্ব প্রথা বিলোপ করে, জায়গিরদারদের সুবিধা রদ করা হয় এবং ধর্মযাজক সামন্তদের খেতাব দানের অধিকার বন্ধ হয়। রাজ্য ও রানি এবং তাদের অনুগত অভিজাত সম্প্রদায় এটি সহ্য করতে পারছিল না। তাঁরা প্রতিবেশী রাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করা শুরু করে। এটি ধারা পড়ার পর ১৭৯৩ সালের ২১ জানুয়ারি রাজার গিলোটিনে শিরোচ্ছেদ হয়। ফরাসি দেশের জাতীয় মহাসভা ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ঘোষণা করে। জাতীয় মহাসভা সাহায্য করার জন্য প্যারিসে সংগ্রামী নাগরিকদের নিয়ে গঠিত হলো বেশ কিছু অঞ্চলে 'কমিউন'। অর্থাৎ সাধারণ নাগরিকদের প্রতিনিধি সংগঠন ফরাসি বিপ্লবের নায়ককে—অবশ্যই প্রধান নায়ক ওই দেশের সংগ্রামী জনগণ। এই জনগণকে উদ্বেলিত করায় সেই দেশের বুদ্ধিজীবীদের বড় ভূমিকা ছিল। বৃদ্ধ ৮৪ বছর বয়সে প্যারিসে এসে বলেছিল—তরুণরা সৌভাগ্যবান বিরাট জিনিস দেখেছে তারা। রুশো লিখেনে জনসাধারণই সৃষ্টি করেছে এই ইতিহাস।

বাস্তিল দুর্গ নায়কদের মধ্যে ছিল দাঁতো, ক্যামিন দেমুলা, মারাট, ভাবারদেখিস্তন, রোবেসপিয়ের প্রমুখ এঁরা সকলেই ছিল যুবক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ফরাসি বিপ্লবের পর এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিদেশি রাজা, শহরের অভিজাত এবং যাজকদের এক দল ষড়যন্ত্র করতেই থাকে এই ষড়যন্ত্র রোধে যেমন শক্ত হাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয় আবার একটি সময় আসে যখন জনপ্রতিনিধি সভার সদস্য বিপ্লবীদের মধ্যেও ষড়যন্ত্র বিস্তৃত হয়। কেউ কারও সঙ্গে ঐক্যমত না হলে তাকে বিপ্লবের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হয় এবং গিলোটিনে হত্যা করা হয়। এভাবেই দাঁতো, ক্যামিন, দেমুলা, মারাট প্রমুখকে হত্যা করা হয়। বিপ্লবের অন্যতম নায়ক রোবেসপিয়ের এই হত্যা ও সন্ত্রাসের নায়েক বলে চিহ্নিত হল। অবশেষে ১৭৪৯ সালের ২৭ জুলাই প্যারিসের জনপরিতিনিধিদের সভায় সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে রোবেসপিয়ের ও তার সহচরদের নিন্দা করে তাদের গ্রেফতার করা হয় এদেরকেও গিলেটিনে হত্যা করা হয়। ফরাসি বিপ্লবের পর এই সন্ত্রাসের বিষয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক প্রচার হয়। ওই সময়ের উল্লেখ করে ওয়েলস অবস্য বলেছেন, ফরাসি বিপ্লবের রোবেসপিয়েরদের সন্ত্রাসের যুগে যত মানুষ ফরাসি দেশে মারা গিয়েছেন, ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওই সময়কালে সরকারি নির্দেশে ফাঁসিতে মারা গিয়েছেন এর অনেক বেশি। রোবেসপিয়েরের পতনের পর ফরাসি দেশে এর শ্বেত সন্ত্রাসের যুগ, নেপোলিয়নের অবির্ভাব, তাহলে ফরাসি বিপ্লব কি ব্যর্থ? এ বিষয়ে নেহরু তাঁর কিশোরী কন্যা ইন্দিরাকে লিখেছেন, বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লব কিন্তু ফিরিয়ে আনতে পারেনি দাস প্রথাকে, বিপ্লবের সময় চাষিদের মধ্যে যে জমি বন্টন করা হয়েছিল, তা কিন্তু যাজক জমিদাররা ফিরিয়ে নিতে পারল না। বুয়েবো রাজবংশের আধিকারিকরাও চাষিদের কাছ থেকে তাদের সম্পত্তি আর কেড়ে নিতে পারল না। প্রাক বিপ্লবের সময়ে ফরাসি দেশের কৃষক ও মধ্যবিত্তদের উপর যে অত্যাচার হয়েছিল বিপ্লব তা থেকে তাদের মুক্তি দিয়েছিল— প্রতিবিপ্লব কিন্তু তাদের থেকে অধিকার আর কেড়ে নিতে পারেনি। ফরাসি বিপ্লবের সময় রু দ্য লিল-এর লেখা যে গান লা মার্সাই নামে পরিচিত।তা এখন ও ফরাসি দেশের জাতীয় সঙ্গীত। ১৪ জুলাই এখনও ওই দেশের জাতীয় উৎসব। লা মার্সাই-এর কয়েকটি পংক্তি হারীন চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ আমাদের দেশের গণসঙ্গীত শিল্পীদের কণ্ঠে—"অব কমর বাধ তৈয়ার হো/ লকস কোটি ভাইয়ো/ হম ভুকসে মরনওয়ালে/ ক্যা মত্ততসে ডরনেওয়ালে/ আজাদি কা ডঙ্কা বাজাও/ বর্ষ-যুদ্ধ কি শেষ পুকার/ আতি হ্যায় বারংবার / তৈয়ার—হে তৈয়ার"।

বিপ্লব কি কখনও ব্যর্থ হয়? একটি বিপ্লব থেকে আরেকটি বিপ্লবে উত্তরণ ঘটে। ফরাসি বিপ্লব ১৮৭১-এ প্যারি কমিউন -এর উত্তরণ, এরপর নতুন উত্তরণ ১৯১৭ -র রুশ বিপ্লব। এখন নতুন বিপ্লবের গর্ভ যন্ত্রণা পৃথিবীতে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রাজ্যে একদিনে আক্রান্ত ২২৬১, মৃত ৩৫

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.) : রাজ্যে দুহাজারের উপরে আক্রান্তের সংখ্যা অব্যাহত। ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ২২৬১ জন। এদিকে প্রশাসনের চিন্তা বাড়াচ্ছে কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনা। কলকাতায় একদিনে কলকাতায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫১ জন। উত্তর ২৪ পরগনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ ঘন্টায় অবশ্য গতকালের তুলনায় কমেছে। এখানে একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫৬ জন। এদিকে একদিনে রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের। করোনা মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৬১৭ জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৭, ৮১৩জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭,০৩০জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ২৮,০৩৫জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১৮২জনের। রাজ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৫৯.৬১শতাংশ। মঙ্গলবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা থেকে ৬৫১ টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪,৬৪০। গত ২৪ ঘন্টায় ৫২০ জন্য সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৮,৪০৮জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘন্টায় ১৬জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৬০৮জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫৬২৪জন। উত্তর ২৪ পরগনায় গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫৬ জন। এদিকে বাকি মৃতদের মধ্যে দুজন হাওরা, দুজন হুগলি, তেরো জন উত্তর ২৪ পরগনা ও দুজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ১৩হাজার ৬৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭লাখ ২৯হাজার ৪২৯টি। এখন রাজ্যে ৫৪টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্ত বাস রয়েছেন ৩হাজার ৬৮৭জন। সরকারি একান্ত বাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ১লাখ ৩হাজার ৬৪৫জন। এখন বাড়িতে একান্ত বাসে রয়েছেন ৩২হাজার ৩০৪জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৩লাখ ৫০হাজার ১৩০ জন। নতুন করে রাজ্যে শুরু হয়েছে " সেফ হোম" - এ রাখার প্রক্রিয়া। রাজ্যে ১০৬টি সেফ হোমে ৬ হাজার ৯০৮টি শয্যা রয়েছে। সেখানে রয়েছেন ৭৭৮জন সামান্য উপসর্গ যুক্ত ব্যক্তি।

আলিপুরদুয়ারে ট্রাক উল্টে জখম ৩

রাঙ্গালিবাজনা, ২১ জুলাই (হি. স.) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল বজরি বোঝাই একটি ট্রাক। ঘটনায় বজরির তলায় চাপা পড়েন তিনজন শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার বন্ধ চা বাগান বান্দাপানিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম শ্রমিকরা বীরপাড়ার নাংডালা চা বাগানের বাসিন্দা। ভুটান সীমান্তবর্তী ধূমচীখোলা ঝোরা থেকে ট্রাকে বজরি বোঝাই করে বজরির স্তূপে বসে ফিরছিলেন ওই শ্রমিকরা। সেই সময় বান্দাপানি চা বাগানের বাসা লাইনে উল্টে যায় ট্রাকটি। দুর্ঘটনায় জখম তিনজন শ্রমিককে উদ্ধার করে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি করান স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ট্রাকটিতে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ বজরি বোঝাই করা হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই এলাকা দিয়ে ট্রাকগুলি মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ বালি, বজরি, বোল্ডার বোঝাই করে চলাচল করে।

মঙ্গলবার আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রী যায়া আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ঘোষিত সবুজ বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবে

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২১।। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ঘোষিত সবুজ বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সিনিয়র সহ সভাপতি,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক সুবাস সাহা। তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, ইতিহাসের রাখাল রাজা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট সারা দেশের ন্যায় সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি আজ থেকে শুরু করল। এই কর্মসূচি আগামী এক সপ্তাহ ধরে চলবে। দক্ষিন বঙ্গে হিন্দু মহাজোটের বিপ্লবী কর্মী বাহিনী হাজার হাজার গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত সবুজ বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বাঙ্গালী জাতির সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার বিশ্ব মহামারি করোনা প্রতিরোধ যুদ্ধের মত পরিবেশ রক্ষায়ও সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিতে আমরাও সর্বদা প্রস্তুত রয়েছি। মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় বাংলাদেশের ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলা চত্বরে একটি ফলজ ও একটি বনজ গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে এই কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন, বোয়ালমারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঝোটন চন্দ। এই সময় সমবেতদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। দক্ষিন বঙ্গের ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ি, মাগুরা, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, বাগেরহাটসহ কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং যশোর জেলার প্রতিটি উপজেলায় সপ্তাহ ব্যাপি এই বৃক্ষ রোপন অভিযান চলবে বলে হিন্দু মহাজোটের পক্ষ থেকে জানানো হয়। দক্ষিন বঙ্গের প্রতিটি উপজেলায় মন্দির-মসজিদ, স্কুল-কলেজ, শশ্মান-গোরস্থানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এই গাছের চারা লাগানো হবে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বোয়ালমারী থানা অফিসার-ইন-চার্জ (ওসি) মো: আমিনুর রহমান।এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,শেখর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: ইসরাফিল মোল্লা, স্থানীয় সাপ্তাহিক 'বোয়ালমারী বার্তার' সম্পাদক এ্যাডভোকেট কোরবান আলী, সাপ্তাহিক 'আগামীর প্রত্যাশার' সম্পাাদক মো: মোরশেদ জামান সিকদার লিটু, সাপ্তাহিক চন্দনা সম্পাদক কাজী ফিরোজ, দৈনিক পুনরুত্থান এর বার্তা সম্পাদক মো: মিজান-উর-রহমান, বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোট নেতা শিবু প্রসাদ রায়, সমীর কুমার কুন্ডু, তপন দত্ত, নারায়ন চন্দ্র দাস নারু, প্রিয় নাথ কুন্ডু, বিপ্লব কুমার পাল, অমিত সাহা, জয় দাস, দূর্গা দাস, সুব্রত সাহা, অমল সাহা, সুজিত সাহা, গোপিনাথ সাহা, শিবনাথ সাহা, নির্মল কুমার সরকার, মদন সাধু, পঙ্কজ সাহা, বিভূতি সাহা, বাধন সাহা, সামু সাহা, পিয়াস সাহা, বিভাস সাহা, শোভন সাহা, রূপ কুমার সাহা, দেব কুমার সাহা, অপূর্ব সাহা, প্রিয়নাথ সাহা, স্বপন কুমার চক্রবর্তী, বরুন সাহা, ঋষি বিজয় বিশ্বাস, বিকাশ শীল, অনিক কর্মকার, পাপ্পু সাহা, রাহুল রায়, সাগর সাহা, তন্ময় সাহা, দেব সাহা প্রমুখ।

কভিড-১৯: মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করলো বাংলাদেশ সরকার

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২১।। করোনাভাইরাস মহামারি সংক্রমণ প্রতিরোধে নাগরিকদের সব জায়গায় মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে বাংলাদেশ সরকার। মঙ্গলবার (২১ জুলাই) বিকালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে এক পরিপত্রে এ নির্দেশনা জারি করা হয়।

পরিপত্রে বলা হয়েছে, সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অফিসে আগত সেবা গ্রহীতারা বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করবেন। সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালসহ সব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে আগত সেবা গ্রহীতারা আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করবেন। সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির ও গীর্জাসহ সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট পরিচালনা কমিটি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। শপিংমল, বিপণিবিতান ও দোকানের ক্রেতা-বিক্রেতারা আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করবেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মার্কেট ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। হাট-বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতারা মাস্ক ব্যবহার করবেন। মাস্ক পরিধান ব্যতীত ক্রেতা-বিক্রেতারা কোনো পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করবে না। স্থানীয় প্রশাসন ও হাট-বাজার কমিটি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। গণপরিবহনের (সড়ক, নৌ, রেল ও আকাশপথ) চালক, চালকের সহকারী ও যাত্রীদের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। গণপরিবহনে ওঠার আগে যাত্রীদের মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মালিক সমিতি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিসহ সব শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও মালিকরা বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। হকার, রিকশা ও ভ্যানচালকসহ সব পথচারীর মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়টি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিশ্চিত করবেন। হোটেল ও রেস্টুরেন্টে কর্মরত ব্যক্তি এবং জনসমাবেশ চলাকালীন আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিধান করবেন। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট মালিক সমিতি নিশ্চিত করবে।

সকল প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে আগত ব্যক্তিদের মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান নিশ্চিত করবেন। বাড়িতে করোনা উপসর্গসহ কোনো রোগী থাকলে পরিবারের সুস্থ সদস্যরা মাস্ক ব্যবহার করবেন। এ পরিপত্র বাংলাদেশে বসবাসরত সকলের জন্য প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করা হয়।

ট্রানজিটের ট্রায়াল ভারতীয় ৪ কন্টেইনার পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরে

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২১।। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের দু'টি বন্দর চট্টগ্রাম ও মংলা ব্যবহার করে নৌপথে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ২০১৮ সালের অক্টোবরে দিল্লিতে সচিব পর্যায়ে চুক্তি হয়। ভারতের সঙ্গে ট্রানজিট চুক্তির আওতায় কলকাতা থেকে চার কনটেইনার পণ্য নিয়ে "এমভি সেঁজুতি" নামের একটি জাহাজ মঙ্গলবার ভোররাতে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে। মূলত চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে সড়কপথে কনটেইনারে পণ্য পরিবহনের প্রথম "ট্রায়াল রান" এটি।চট্টগ্রাম বন্দর ও জাহাজটির শিপিং এজেন্ট ম্যাঙ্গো শিপিং লাইনসূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার ভারতের হলদিয়ার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর থেকে পণ্য নিয়ে জাহাজটি চট্টগ্রামের উদ্দেশে কলকাতা ছেড়ে আসে। এতে চার কনটেইনার ট্রানজিট পণ্যসহ বিভিন্ন আমদানিকারকের মোট ২২১ কন্টেইনার পণ্য আছে। ট্রানজিটের চার কন্টেইনারে টিএমটি বার ও ডাল জাতীয় ১০০ টনের মতো পণ্য রয়েছে।মঙ্গলবার দুপুর দেড়টায় "সেঁজুতি"কে বন্দরের এনসিটি-১ জেটিতে ভিড়ানো হয়েছে। জাহাজ থেকে খালাসের পর ট্রানজিটের পণ্যবাহী এসব কন্টেইনার ট্রেইলরযোগে সড়কপথে আখাউড়া সীমান্ত হয়ে ভারতের ত্রিপুরা চলে যাবে।

উল্লেখ্য, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের দু'টি বন্দর চট্টগ্রাম ও মংলা ব্যবহার করে নৌপথে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ২০১৮ সালের অক্টোবরে দিল্লিতে সচিব পর্যায়ে চুক্তি হয়। এরপর ব্যাপক আলোচনার পর চুক্তিটি চূড়ান্ত করা হয়।বন্দর সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) মো. জাফর আলম বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের গায়ে "ট্রানজিট পোর্ট" হিসেবে আজ নতুন ফলক যুক্ত হলো। এতোদিন আমরা ছিলাম ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট। এ নতুন অধ্যায়ের সূচনার ফলে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কেননা এ চুক্তির আওতায় প্রতিটি কনটেইনারের বিপরীতে আমাদের কাস্টমস সরকারি মাশুল আদায় করবে। বন্দরও তাদের ব্যবহার ফি আদায় করবে। জাহাজ থেকে খালাসের পর বাংলাদেশের সড়কপথ ব্যবহারের জন্যও সড়ক ও জনপথ বিভাগ নির্ধারিত মাশুল আদায় করবে। এ ছাড়া দেশের শিপিং এজেন্ট, সিএন্ডএফ এজেন্ট, কার্গো পরিবহন এজেন্টের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন ধাপে এ দেশের জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।জাফর আলম বলেন,এখন প্রশ্ন ট্রানজিটের আওতায় পণ্য পরিবহনে আমাদের সক্ষমতা নিয়ে। চট্টগ্রাম বন্দর বছরে ৩০ লাখ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং হয়ে থাকে। আমি মনে করি, বর্তমান সক্ষমতায় আমরা ভারতের ট্রানজিটের পণ্য হ্যান্ডলিং করতে পারবো। এছাড়া, আগামী বছর আরও তিনটি টার্মিনাল চালু হবে জানিয়ে তিনি

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের ত্রাণের তালিকায় বিত্তবানদের নাম !

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২১।। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া হতদরিদ্র সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ত্রাণ সহায়তার তালিকায় বিত্তবানদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তার কোটিপতি ভাইয়ের ছেলের নামও এই তালিকায় যুক্ত করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে নবীনগরে আলোচনার ঝড় বইছে।

জানা গেছে, প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস মহামারিতে সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যেসব হতদরিদ্ররা এখনো সরকারি ত্রাণ সহায়তা পাননি, সেসব কর্মহীন মানুষের তালিকা প্রস্তুত করে জুন মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ সব জেলা ও উপজেলা কমিটিকে চিঠি পাঠায়। কিন্তু ঐক্য পরিষদের নবীনগর উপজেলা কমিটি কর্তৃক পাঠানো তালিকায় সাধারণ সম্পাদক সীতানাথ সূত্রধরের ছোট ভাই শ্রীনাথ সূত্রধরের ছেলে পলাশ সূত্রধরসহ তার আরও দুই ভ্রাতুষ্পুত্র প্রফুল্ল ও অমর সূত্রধরের নামও অর্নভুক্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুনীল দেব জীবন ও সাধারণ সম্পাদক সীতানাথ সূত্রধর স্বাক্ষরিত কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানো ওই তালিকায় স্থানীয় একাধিক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর নামও রয়েছে। স্থানীয়রা জানান, ২১০ জনের নামের তালিকাটি স্বজনপ্রীতিতে ভরপুর।

এই তালিকায় সাধারণ সম্পাদকের সম্প্রদায়ের প্রায় ৩৫ জনের নাম রয়েছে। এ বিষয়ে নবীনগর উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিনয় চক্রবর্তী বলেন, 'দরিদ্রদের বদলে নিজের কোটিপতি ভাইয়ের ছেলেসহ স্বজন ও বিত্তবানদের নাম ত্রাণের তালিকায় দেওয়াটা মোটেই ঠিক হয়নি। এতে হিন্দু সম্প্রদায়ের আত্মমর্যাদা নিয়ে সমালোচনা হবে, যা কখনও কাম্য নয়।' নবীনগর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সীতানাথ সূত্রধর বলেন, 'হিন্দুদের মধ্যে যার অর্থ-সম্পদ দুটোই আছে, কিন্তু করোনায় বিপদে থেকেও লজ্জায় কারও কাছে সাহায্য চাইতে পারছেন না, আমরা সংশ্লিষ্টদের নির্দেশে সেরকম মানুষের তালিকাই পাঠিয়েছি।'

তালিকায় নিজের কোটিপতি ভাইয়ের ছেলের নাম দেওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, 'স্বজন ও বিত্তবানদের নাম সম্বলিত তালিকা কোনোভাবেই গ্রহণ করা হবে না। পরিষ্কার বলা আছে, তালিকায় শুধু কর্মহীন হতদরিদ্রদের নাম থাকতে হবে।

যদি এ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট কমিটির বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সারাদেশ থেকে ইতোমধ্যে প্রায় ৪৫ হাজার সংখ্যালঘু হতদরিদ্রদের নামের তালিকা পেয়েছেন জানিয়ে রানা দাশগুপ্ত বলেন, 'এসব নাম যাচাই-বাছাই করে এ মাসের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হবে।'

১০টি ব্রডগেজ ইঞ্জিন ভারত থেকে দর্শনা পৌঁছাবে ২৭ জুলাই

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২১।। বাংলাদেশের রেলওয়েতে যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি করতে আরও যোগ হচ্ছে ১০টি ব্রডগেজ ইঞ্জিন (লোকোমোটিভ)। আগামী ২৭ জুলাই ইঞ্জিনগুলো ভারত থেকে দর্শনা এসে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

মঙ্গলবার (২১ জুলাই) দুপুরে পশ্চিমাঞ্চল পাকশী রেলওয়ে বিভাগীয় দপ্তরের আট সদস্যের একটি দল আয়োজন প্রস্তুত সম্পন্ন করতে দর্শনা রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শনে এসেছেন। চলতি মাসে ২৭ জুলাই রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এবং পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে এবং বিভাগীয় দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের ব্যবস্থাপক (ডিআরএম) আসাদুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।ডিআরএম আসাদুল হকের নেতৃত্বে ছয় সদস্যরা হলেন- পাকশী বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা (ডিটিও) মো. নাসির উদ্দিন, বিভাগীয় প্রকৌশলী-১ বীরবল মণ্ডল, বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী রিফাত শাকিল, বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী (ক্যারেজ) মমতাজুল ইসলাম, যান্ত্রীক প্রকৌশলী (লোকো) অশীষ কুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী রুবাইয়াৎ শরীফ প্রান্ত, রেলওয়ের নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডেন্ট রেজাউন-উর রহমান। ডিআরএম আসাদুল হক বলেন, রেলওয়েতে যাত্রী সেবার মান বাড়াতে, ইঞ্জিন সংকট থাকায় ১০টি ব্রডগেজ ইঞ্জিন আনার উদ্যোগ নিয়েছে রেলপথ মন্ত্রণালয়। ইঞ্জিনগুলো পরবর্তী সময়ে ব্রডগেজ রেলরুটে দূরপাল্লার আন্তঃনগর ট্রেনগুলোতে ব্যবহার করা হবে। তার ধারাবাহিকতায় ভারত থেকে এ ইঞ্জিনগুলো আনা হচ্ছে। তিনি বলেন, পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের বেশির ভাগ যাত্রীবাহী ট্রেন করোনার দুর্যোগে চলাচল বন্ধ থাকায়, নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে কীভাবে আয়োজন সম্পন্ন করা যায়, তাই পরিদর্শনে এসেছি।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীরগতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসন্তুষ্টি

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২১।। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের ধীরগতির বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার প্রকল্পগুলো সময়মত বাস্তবায়নের জন্য তাদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতে বলেছেন।

একনেক সভা শেষে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন,প্রধানমন্ত্রী আমাদের (উন্নয়ন) কাজের ধীরগতি নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং কাজগুলোকে ত্বরান্বিত করতে বলেছেন। প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের অভাব (প্রকল্প বাস্তবায়নে) তার (প্রধানমন্ত্রী) নজরে এসেছে তিনি বারবার বিভিন্ন বিভাগকে এটি (সমন্বয়) জোরদার করতে বলেছেন। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অর্থবছরের তৃতীয় সভায় প্রায় ১ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।এম এ মান্নান বলেন,আমরা চারটি মন্ত্রণালয়ের ৬টি প্রকল্প বৈঠকে উত্থাপন করি এবং সবগুলো প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলোর আনুমানিক মোট ব্যয় ১ হাজার ১৩৬ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। তিনি বলেন,এর মধ্যে সরকার দেবে ১ হাজার ২৮ কোটি ৫১ লাখ টাকা এবং বিদেশি ঋণ ও অনুদান ১০৮ কোটি ৩০ লাখ টাকা। এর মধ্যে চারটি নতুন প্রকল্প এবং বাকি দুটি সংশোধিত প্রকল্প রয়েছে বলে জানান পরিকল্পনামন্ত্রী।ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান সভায় যোগ দেন। একনেকের অন্য সদস্যরা রাজধানীর এনইসি ভবন থেকে যুক্ত ছিলেন। ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তিনটি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের একটি করে রয়েছে।

বিএসএফকে অবশ্যই নন-লেথাল অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২১।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে (বিএসএফ) অবশ্যই সতর্ক হতে হবে এবং বাংলাদেশ সীমান্তে নন-লেথাল (প্রাণঘাতী নয় এমন) অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

একে আব্দুল মোমেন ঢাকায় দ্য হিন্দু'র সঙ্গে কথা বলেছেন বলে সংবাদে উল্লেখ করা হয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সীমান্তের যে জায়গাগুলোতে প্রাণহানী হয় এবং বাংলাদেশি নাগরিক গুলিবিদ্ধ হয় সেগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। হতাহতের ঘটনা কমিয়ে আনতে চিহ্নিত জায়গাগুলোতে বিজিবি'র অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বিএসএফ সদস্যদের আরও সতর্ক হয়ে সীমান্ত এলাকায় দায়িত্ব পালন করা উচিত। আমাদের দেশের নাগরিক আইন লঙ্ঘন করলে তাদের গ্রেপ্তার করতে পারে। কিন্তু হত্যা কখনোই সমর্থনযোগ্য না' দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার প্রসঙ্গ এনে তিনি এ কথা বলেন। রোববার আসামের করিমগঞ্জ রাজ্যে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী এ কথা বলেন। করিমগঞ্জ থানা পুলিশের দাবি করেছে, বাংলাদেশি তিন নাগরিক গরু চুরি করতে ভারতে গিয়েছিলেন।ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে গরু চোরাকারবারি রোধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,আমাদের দেশের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত গরু আছে। অন্য কোথাও থেকে গরু আমদানি করার প্রয়োজন নেই। যদিও করিমগঞ্জের ঘটনাটির তদন্ত শেষ হয়নি, সীমান্তরক্ষী ও ভারতীয় নাগরিকদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে তারা দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার বিষয়গুলো ভঙ্গ করবে না।

সোশাল মিডিয়ায় 'রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি' আপলোড করে পুলিশের জালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

গুয়াহাটি, ২১ জুলাই (হি.স.) : সোশাল মিডিয়ায় 'রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি' শীর্ষক আবৃত্তি পাঠ করে পুলিশের জালে পড়েছে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তথা উজান অসমের শিবসাগরের বাসিন্দা দীপজ্যোতি গগৈ।

ধুবড়ির সাংবাদিক রাজীব শর্মাকে পুলিশ ঘর থেকে মধ্যরাতে তুলে নেওয়ার স্পর্শকাতর ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে একই ঘটনা ঘটেছে শিবসাগর জেলায়। আটক দীপজ্যোতি গগৈকে গুয়াহাটিতে এনে পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের জিম্মায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে।

জানা গেছে, শিবসাগরের রাজবাড়ির বাসিন্দা তথা গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া দীপজ্যোতি গগৈকে সোমবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ তাঁর ঘর থেকে আটক করেছে পুলিশ। সাদা রঙের একটি গাড়িতে করে শিবসাগর থানার পুলিশ বলে পরিচয় দিয়ে দীপজ্যোতিকে তুলে নিয়ে যায়। পরে ডিমৌ পুলিশ থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে তাঁকে পলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চে সমঝে দেওয়া হয়।

ক্রাইম ব্রাঞ্চের পুলিশ মধ্যরাতেই ধৃত যুবককে গুয়াহাটিতে নিয়ে আসে।

উল্লেখ্য, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দীপজ্যোতি গগৈ গত ১৬ জুলাই নিজের আবৃত্তি করা একটি কবিতা 'রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি'র নমুনায় সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করেছিল। এছাড়া গত প্রায় সাত মাস ধরে দেশদ্রোহী মামলায় জেলবন্দি অখিল গগৈয়ের মুক্তির দাবিতে সে বিভিন্ন পোস্ট করেছিল সামাজিক মাধ্যমে। তদুপরি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধী আন্দোলনেও জড়িত ছিল দীপজ্যোতি গগৈ।

দীপজ্যোতিকে এভাবে রাতেরবেলা পুলিশ আটক করার ঘটনায় তীব্র বিরোধিতা করছে তার সহপাঠী, বন্ধুবান্ধবরা। সামাজিক মাধ্যম যোগে দীপজ্যোতিকে মুক্ত করতে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি জানানো হয়েছে। অন্যদিকে বৃহত্তর অসমিয়া যুব মঞ্চ ছাত্রের উপর এ ধরনের পুলিশি অত্যাচারের ধিক্কার জানানোর পাশাপাশি দীপজ্যোতিকে অবিলম্বে মুক্ত করার দাবি জানিয়েছে। জানা গেছে, ফেসবুকে স্বপ্নের শিবসাগর নামের একটা পেইজের সঙ্গে জড়িত দীপজ্যোতি গগৈ।

বরাক উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত বাংলা ভাষা শহিদ দিবস

শিলচর (অসম), ২১ জুলাই (হি.স.) : আজ ২১ জুলাই, করোনাকালে যাবতীয় প্রটোকল মেনে বরাক উপত্যকার তিন জেলা যথাক্রমে কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে বাংলা ভাষা শহিদ দিবস। ২১ জুলাই, শহিদ স্মরণে আপন মরণে, রক্ত ঋণ শোধ করো। শহিদের রক্ত, হবে নাকো ব্যর্থ। বীর শহিদ তোমাদের আমরা ভুলছি না, ভুলবো না স্লোগানের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়েছে বাংলা ভাষা শহিদ দিবস। আজ শিলচরের শহিদ বেদিতে সম্মিলিত সংস্কৃতি মঞ্চের উদ্যোগে শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। এছাড়া কাটিগড়া ডেভেলপমেন্ট কমিটির উদ্যোগে বরাক উপত্যকার মধ্যে স্বাধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে আন্দোলনের আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত স্থান কাটিগড়ায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ২১ জুলাই সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে শহিদ দিবস পালন করা হয়েছে। শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জমায়েত হন একাধিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। আজ প্রথমে কাটিগড়া চৌরঙ্গির শহিদ বেদির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন ও বেদিতে একে একে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিতরা। পরে কাটিগড়া ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতি নবেন্দুশেখর নাথের পৌরোহিত্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই করিমগঞ্জের জগন্ময় দেব ও দিব্যেন্দু দাসের শহিদ হওয়ার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন পান্নালাল দেব, মঞ্জুরুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ, পল্লভ দাস, ক্ষিতীশ দাস, নাণ্টু দাস, স্বদেশ দাস, রতন দাস, পুনিত দাস প্রমুখ। সভায় প্রধান বক্তা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী নবেন্দুশেখর নাথ ১৯৬১ সালের ১৯ মে এবং ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাইয়ের দুই শহিদ দিবসের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন।

কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত রাখতে উপত্যকার সামাজিক সংগঠনগুলোকে যৌথভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান নবেন্দুশেখর নাথ। অন্যথায় রাজ্যস রকারের কিছু অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপের দরুন মাতৃভাষার ওপর আগ্রাসনকে প্রতিহত করা কষ্টকর হয়ে উঠবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন নবেন্দুশেখর। এছাড়া শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯ মে এবং ২১ জুলাই সরকারি ছুটি ঘোষণার দাবি জানান তিনি। তাছাড়া মেহরোত্রা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ, শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে ভাষা শহিদ স্টেশন করা, সরকারি সার্কুলার বাংলা ভাষায় চালু করা, বাংলাভাষার উপর সরকারি আগ্রাসন বন্ধ করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন নবেন্দু নাথ।

কাছাড়ের জেলা সদর শিলচরের শহিদ বেদিতে সম্মিলিত সংস্কৃতি মঞ্চ সহ বিভিন্ন সগঠনের পক্ষ থেকে শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। এদিকে, করিমগঞ্জের কিশোর সংঘ যথারীতি শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে। শহিদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদানে উপস্থিত ছিলেন কিশোর সংঘের সভাপতি অরূপ রায়, কার্যনির্বাহী সভাপতি অজিত দাস, সহ-সভাপতি অনিল নাথ, হিমানী দত্ত, সাধারণ সম্পাদক সুমন্ত দে, সাংগঠনিক সম্পাদক রবিশঙ্কর দত্ত, সহ-সম্পাদক রাজদীপ দাস ও সুকান্ত নাথ, কোষাধ্যক্ষ নির্মলেন্দু পাল, ক্রীড়া সম্পাদক পঙ্কজ পাল, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক অনিমেষ দাস ও বেবি দাসচৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অর্ধেন্দু পাল, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক সঞ্জীব দাস, সমাজসেবা সম্পাদক সুনয়ন দাস, সহ-সমাজসেবা সম্পাদক অনিমেষ রায়, প্রচার সম্পাদক প্রাণবল্লভ দাসচৌধুরী, গ্রন্থাগার সম্পাদক দেবানুজ পাল, কার্যনির্বাহী সদস্য দেবাশিস রায়, সঞ্জীব পাল, সুমিত দে, গুরুপদ দাস, ভাগবত রায়, নিশীথ দাস, অরিজিৎ রায় প্রমুখ। এছাড়া উপদেষ্টা কৌশিকরঞ্জন দাস, ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য, প্রবাল কুমার দাসরা উপস্থিত থেকে করিমগঞ্জের শম্ভুসাগরে শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য সদ্য পুনর্গঠিত নতুন কমিটি নতুন উদ্যমে সামাজিক কাজে প্রত্যেক যুবকযুবতীকে নিয়োজিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ২১ জুলাই ভাষা শহিদ দিবসে শহিদের শ্রদ্ধা জানিয়ে নতুন কমিটির যাত্রা শুরু হয়।

শিলিগুড়িতে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ল আরও ৭ দিন

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই (হি. স.) : শিলিগুড়িতে লকডাউনের মেয়াদ আরও ৭ দিন বাড়ানো হল। রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব জানান, শিলিগুড়িতে ২৯ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন চলবে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউসে হওয়া টাস্ক ফোর্সের বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, শিলিগুড়ি বেশকিছু বেসরকারি নার্সিংহোমে করোনার চিকিৎসা শুরু হতে চলেছে। এদিন শিলিগুড়ি পুরনিগমকে দুটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছে প্রশাসন। এছাড়াও বৈঠকে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

যে কারণে আলিয়ার সঙ্গে প্রেমিকের ঘনিষ্ঠ দৃশ্যগুলো বাদ

করোনার কারণে বহুদিন ধরে স্তব্ধ হয়ে ছিল বলিউডের সাম্রাজ্য। তবে আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে চাইছে এই ইন্ডাস্ট্রি। জনপ্রিয় পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালি তাঁর আগামী ছবি 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি'র শুটিং শুরু করতে চলেছেন। এই ছবির জন্য তিনি মুম্বাইয়ে ফিল্মসিটির বুকে এক বিশালাকার, দামি সেট বানিয়েছিলেন। তবে সেটটির অবস্থা করুণ। এই ছবির মূল চরিত্রে দেখা যাবে বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাটকে। তবে করোনার কারণে বানসালি চিত্রনাট্যে বদল আনতে চলেছেন।

লকডাউনের কারণে সব রকম প্রস্তুতি নিয়েও 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি' ছবির শুটিং শুরু করতে পারেননি বানসালি। শোনা যাচ্ছে, এবার শুটিং করতে তৎপর এই চিত্রনির্মাতা। তবে তার আগে তিনি নাকি ছবির চিত্রনাট্য বদলের দিকে মন দিচ্ছেন।

মহামারির কারণে অনেক নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে শুটিং করতে হবে। সেটে মহারাষ্ট্র সরকারের সব রকম নিয়ম মেনে চলতে হবে। শুটিং সেটে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। ছবি বা ধারাবাহিকের অভিনয়শিল্পীদের জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য।

তাই বানসালির এই ছবিতে সব প্রেমের এবং অন্তরঙ্গ দৃশ্য বাদ দিতে হবে। তবে ছবির নায়ক-নায়িকার মধ্যে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা দেখানোর জন্য নতুন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা হতে পারে।

কিন্তু বানসালি আলিয়ার সঙ্গে তাঁর প্রেমিকের ঘনিষ্ঠ দৃশ্যগুলো বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।বানসালির 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি' ছবিতে আলিয়াকে এক ব্যতিক্রমী চরিত্রে দেখা যাবে।

এই ছবিতে তিনি অভিনয় করবেন মুম্বাইয়ের কামতাপুর এলাকার কুখ্যাত এক যৌনকর্মীর চরিত্রে। তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে নবাগত অভিনেতা শান্তনু মহেশ্বরীকে। তবে দুর্দান্ত ড্যান্সার এবং কোরিওগ্রাফার হিসেবে শান্তনুর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে।

বানসালির এই ছবিটি লেখক হুসেন জায়দীর বই 'মাফিয়া কুইন্স অব মুম্বাই' থেকে নির্মিত।

আবারও সেরাদের একজন কেট উইন্সলেট

বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক চলচ্চিত্র উৎসব টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। মহামারির বাস্তবতায় এ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে অনলাইনে। সেপ্টেম্বরের ১০ থেকে ১৯ তারিখ অনলাইনে বসবে উৎসবের ৪৫তম আসর। যদিও টরন্টোতে স্বল্প পরিসরের আয়োজনে সব রকম সাবধানতা মেনে কিছু ছবির প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণ করা হবে। এ বছরের উৎসবে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হবে কেট উইন্সলেটকে।কেট সেই হাতে গোনা বিশ্বতারকাদের একজন, যাঁদের ঝুলিতে আছে অস্কার, অ্যামি, গ্র্যামি আর ব্রিটিশ একাডেমি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডের মতো পুরস্কারগুলো। তিন দশকের ক্যারিয়ারে বিচিত্র সব গল্পের অভিনয় করেছেন তিনি। টিআইএফএফের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় কেটকে সম্মানিত করা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, 'কেটের শুরুর দিকের কাজ, যেমন: ''হেভেনলি ক্রিয়েচার্স'', ''সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি'', 'টাইটানিক'' থেকে সাম্প্রতিক কালের ''রেভল্যুশনারি রোড'', ''দ্য রিডার'', ''মাইল্ডরেড পিয়ার্স'', ''স্টিভ জবস'' ছবিগুলোয় তাঁর উপস্থিতি শক্তিশালী, সাহসী ও অনন্য। তাঁর সর্বশেষ ছবি, যেটি এ বছর টিআইএফএফে আমন্ত্রিত হয়েছে, ফ্রান্সিস লি পরিচালিত 'আমোনিট''-এর মেরি চরিত্রটি এক কথায় দুর্দান্ত। তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে সম্মানিত আর সেরাদের একজন। তাঁর মতো একজনকে সম্মাননা দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।'২০১৯ সালে হোয়াকিন ফিনিক্স, মেরিল স্ট্রিপ, তাইকা ওয়েটিটি, রজার ডেকিনস, ডেভিড ফস্টার ও মাতি ডিওপের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছিল।

বন্ধুদের সঙ্গে সৈকতে কেন্ডাল জেনার

সুপার মডেল কেন্ডাল জেনারকে হঠাৎ দেখা গেছে মালিবু সৈকতে। করোনাকালে বন্ধুদের নিয়ে রৌদ্রস্নানে চলে গেছেন তিনি। নীল বিকিনিতে তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেছে সাগরের নীল জলে। ওই দলে ছিলেন চার বন্ধু। তাঁদের একজন 'পারস্যুট অব হ্যাপিনেস, দ্য কারাতে কিড' ছবির জ্যাডেন স্মিথ, হলিউড তারকা উইল স্মিথের ছেলে !মালিবু সৈকত থেকে পাওয়া কেন্ডালদের ছবিটি ঘরবন্দী তরুণদের বেশ রোমাঞ্চিত করেছে। দেখা গেছে, বালুর ওপর বসে রোদ পোহাচ্ছেন তাঁরা। ছেলেরা পোশাক ছেড়েছেন, কেন্ডলের সাদা টি-শার্ট, মাথায় বাস্কেটবল ক্যাপ। রোদ পোহানো শেষে কেন্ডালও বিকিনি গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন সমুদ্রে। সাঁতার কাটেন মনের সুখে। গত রোববারের এ ছবি অবাক করেছে অনেককে। এই লকডাউনের মধ্যেও তাঁদের পুনর্মিলনী ঠেকানো গেল না !জ্যাডেন ও কেন্ডালের মেলামেশা এটাই প্রথম নয়। ২০১৮ সালেও দুজনকে এক পার্টিতে একত্রে দেখা গিয়েছিল। মডেল কেন্ডালের দুই বছরের ছোট জ্যাডেন। অনেকেই ধরে নিয়েছেন, প্রেম করছেন তাঁরা। তবে প্রশ্ন করলে জানিয়েছেন, খুব ভালো বন্ধু তাঁরা। তবে প্রেম হলেই-বা কী! পারিবারিক সংকট আর অস্থিরতা থেকে একটু

মুক্তি খুঁজতে কেন্ডালের বন্ধু হতেই পারেন জ্যাডেন।জ্যাডেনের মা-বাবার বিচ্ছেদের কথা সবারই জানা। উইল স্মিথের স্ত্রী জাডা পিঙ্কেট নিজেই সেসব জানিয়েছেন ফেসবুক টক শো রেড টেবিল টকে। নিজের থেকে ২১ বছরের ছোট গায়ক আগস্ট আলসিনার সঙ্গে প্রেম তাঁর। সেই থেকেই দাম্পত্য জীবন হয়ে গিয়েছিল এলোমেলো। পরে অবশ্য আবারও এক হন উইল ও জাডা। মা-বাবার সম্পর্কের টানাপোড়েনের সঙ্গে অবশ্য জ্যাডেনের বন্ধুতা বা প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই। নিজের মতো করে ভালোই আছেন তিনি।

হ্যালির ফিটনেস—রহস্য

চোখ বন্ধ করে হলিউড তারকাদের মধ্য থেকে একজনকে কল্পনা করুন, যাঁকে আপনি ফিটনেসে দশে দশ দেবেন। তিনি হতে পারেন হ্যালি বেরি। বিশ্বাস না হলে এই ''বন্ডগার্ল''—এর ইনস্টাগ্রামে একবার ঢুঁ দিয়ে আসুন। তাঁর শরীরে ৫৩ বসন্তের কোনো ছাপ নেই। তাঁকে দেখে মনে হবে, এমন শরীর যে কারও ''ফিটনেস গোল''।''এক্স মেন'' সিরিজের এই তারকা লকডাউনে জিমে নিয়ম করে ঘাম ঝরিয়ে একেবারে ফিট হয়ে গেছেন। তবে এসবের পেছনে একটা উদ্দেশ্যও আছে। একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ নারী হিসেবে অস্কারজয়ী এই

তারকার পরের ছবি 'বুরিশড'—এর জন্য একেবারে মেদহীন, ঝরঝরে শরীর দরকার।আর যেমনটা চাই, ঠিক তেমনটাই বানিয়েছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে নিজের অ্যাবস দেখিয়ে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, ''যখন আপনি একটা লক্ষ্য স্থির করেন আর কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যরেখা স্পর্শ করেন, এর চেয়ে দুর্দান্ত অনুভূতি আর হয় না। আমি আপনাদের বলব, প্রতিটি দিনের, সপ্তাহের, মাসের ও বছরের জন্য লক্ষ্য ঠিক করুন। আর সেই লক্ষ্যকে তাক করে একটু একটু করে এগিয়ে যান। সহজ হবে না। কিন্তু দিন শেষে দেখবেন, আপনার প্রতিটা সেকেন্ড কাজে লেগেছে। কিছুই নষ্ট হয়নি।''এই ভিডিওর নিচে অসংখ্য মন্তব্য এসে জড়ো হয়েছে। ''আপনি সেরা। আপনি সুপারফিট, কীভাবে পারেন বলেন তো?'' ''হ্যালি, আপনি আমাদের আদর্শ।'' ''এ জন্যই জয় বারবার আপনার কাছে এসে থেমে যায়, আর হাঁটু গেঁড়ে অভিবাদন জানায়। অভিনন্দন।''শুধু ব্যয়াম নয়, এমন শরীরের জন্য সমানতালে ডাক্তার আর পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে ডায়েটও করেছেন হ্যালি। পছন্দের সব খাবারকে বিদায় বলে স্বাগত জানিয়েছেন কিটো ডায়েটকে।

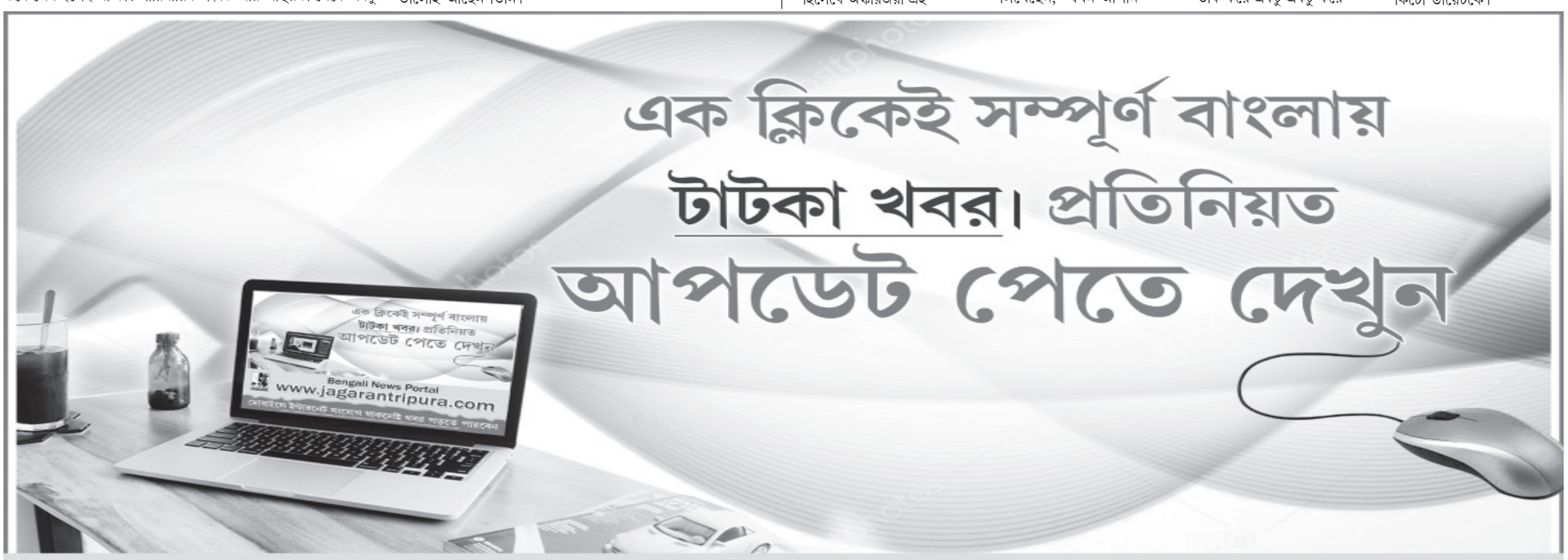

মঙ্গলবার টিইউআইআরপিসি উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার কাছে বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করেছে। ছবি- নিজস্ব।

ভোপাল পৌঁছলেন মোহন ভাগবত, অংশ নেবেন সংঘের তিন-দিনের বৈঠকে

ভোপাল, ২১ জুলাই (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল পৌঁছলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক ডা. মোহন ভাগবত। সোমবার রাতেই ভোপাল এসে পৌঁছন মোহন ভাগবত। পাঁচ-দিন ভোপালেই থাকবেন তিনি। মঙ্গলবার থেকেই ভোপালে শুরু হতে চলেছে সঙ্ঘের তিন-দিন ব্যাপী বিশেষ বৈঠক, ওই বৈঠকেই অংশ নেবেন সরসঙ্ঘচালক ডা. মোহন ভাগবত। এই বৈঠকে উপস্থিত হবেন সরকার্যবাহ ভাইয়াজি জোশি এবং সমস্ত সহ সরকার্যবাহ ও শীর্ষ প্রচারক। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিবছর জুলাই মাসেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-র প্রান্ত প্রচারকদের নিয়মিত বৈঠক হয়। কিন্তু, কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপের কারণে এই বছর সেই বৈঠক স্থগিত করে দেওয়া হয়। লকডাউন আনলক হওয়ার পর সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ভোপালে তিন-দিনের এই বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়। সেই বৈঠকে যোগ দিতেই ভোপালে এসেছেন ডা. মোহন ভাগবত। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে ভারত-চিন বিবাদ, রাম মন্দির নির্মাণ-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হতে পারে।

রাম মন্দিরের ভূমি পুজোয় অংশগ্রহণ করতে অযোধ্যা যাবেন উদ্ধব, দাবি রাউতের

মুম্বই, ২১ জুলাই (হি. স.): অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি নির্মাণের জন্য ভূমি পুজোতে অংশগ্রহণ করবেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে।৫ আগস্ট সেই উদ্দেশ্যে অযোধ্যার যাবেন তিনি।মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছেন শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত। মঙ্গলবার সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, রাম মন্দির নির্মাণের কার্যক্রম ঐতিহাসিক।অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে যে বাধা এসেছিল সেটা শিব সৈনিকেরা নিজেদের বলিদানের মাধ্যমে দূর করেছেন। রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত এই মন্দির। ফলে এই মন্দির নির্মাণে দেরি হওয়া উচিত নয়।দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট যখন মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দিয়েছিল তখন কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী এবং এনসিপির শরদ পাওয়ার সেই রায়কে স্বাগত জানিয়েছিল। ফলে উদ্ধব ঠাকুরের অযোধ্যা যাওয়াকে অযথা রাজনৈতিক ইস্যু করা ঠিক নয়।উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার সঞ্জয় রাউত জানিয়েছিলেন, অযোধ্যা সঙ্গে শিবসেনার গভীর সম্পর্ক।সে সম্পর্কের বয়স অনেক পুরনো।

লোকসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক নিযুক্ত রাকেশ সিং, রাজ্যসভায় শিব প্রতাপ শুক্লা

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি.স.): লোকসভা এবং রাজ্যসভায় মুখ্য সচেতক (চিফ হুইপ) নিযুক্ত করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক নিযুক্ত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিব প্রতাপ শুক্লা। পাশাপাশি লোকসভায় বিজেপির চিফ হুইপ নিযুক্ত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ রাকেশ সিং।

সম্প্রতি রাজ্যসভা থেকে অবসর নিয়েছেন নারায়ণ পঞ্চারিয়া। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন উত্তর প্রদেশ থেকে রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিব প্রতাপ শুক্লা। অন্যদিকে, লোকসভার চিফ হুইপ নিযুক্ত হয়েছেন সাংসদ রাকেশ সিং। তিনি বিহার বিজেপির সভাপতি সঞ্জয় জয়সওয়ালের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।

করোনার আবর্তে সারা অসম টাইকোয়ান্ড সংস্থার অনলাইন রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

শিলচর (অসম), ২১ জুলাই (হি.স.) : দৈনিক অনুশীলনীর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি আগামী দিনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য নিয়ে অসমে শুরু হয়েছিল অনলাইন টাইকোয়ান্ড প্রতিযোগিতা। এর জন্য সারা অসম টাইকোয়ান্ড সংস্থা খেলোয়াড়দের মধ্যে চালিয়েছিল অনলাইন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ। সংস্থার অধীনে রাজ্য কমিটি এবং ক্লাব অ্যাকাডেমির সহযোগে লকডাউনের শুরু থেকেই চালিয়ে এসেছিল এই প্রশিক্ষণ ও সারা অসম টাইকোয়ান্ড সংস্থাই আয়োজন করেছিল রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতা। সংস্থার সাংগঠনিক ও প্রচারসচিব হৃদয়ানন্দ দাস এক বার্তায় জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতার জুনিয়র শাখায় প্রথম স্থান অধিকার করে শোণিতপুরের জিজ্ঞাসানয়নী বরা, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কামরূপের বৈষ্ণব কলিতা, তৃতীয় স্থান পায় শিবসাগরের অঞ্জু রাজকোঁওর এবং গোয়ালপাড়ার রেকিব মহম্মদ। ক্যাডট শাখায় প্রথম স্থান লাভ করে কামরূপের মনসুম বরা, দ্বিতীয় হয় কামরূপের ভাগবী কলিতা, চরাইদেও-এর প্রিয়াংশী গগৈ এবং বিশ্বনাথের প্রিয়দর্শনী লামা। জুনিয়র শাখায় প্রথম কাঞ্জনা মুসাহারি, দ্বিতীয় কোকরাঝাড়ের তৃষ্ণা দেবী এবং লখিমপুরের সেনচোয়া তৃতীয় ধেমাজির তৃষ্ণা দেবী এবং শিবসাগরের নির্লভ কৌশিক। সিনিয়র শাখায় প্রথম বিশ্বজিৎ চেতিয়া (শিবসাগর), দ্বিতীয় সত্য দে (কাছাড়), তৃতীয় জয়প্রকাশ শর্মা (নগাঁও) এবং তনয়া কোঁওর (শিবসাগর)। করোনা অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে সব ধরনের খেলাধুলা বন্ধ। এই সময় অনলাইনের মাধ্যমে এই প্রয়াস ক্রীড়া ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাবে বলে মনে করেন হৃদয়ানন্দ।

পুনর্গঠিত শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল রোটারেক্ট ক্লাবের কমিটি

শিলচর (অসম), ২১ জুলাই (হি.স.) : করোনার অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল রোটারেক্ট ক্লাবের কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। অন্যান্য বছরের মতো জাঁকজমক না থাকলেও হয়েছে ভার্চুয়াল ইনস্টলেশন সেরেমনি। কমিটি পুনর্গঠিত সংক্রান্ত ভার্চুয়াল ইনস্টলেশন সেরেমনিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রোটারি ক্লাব অব গ্রিনল্যান্ড শিলচরের সভাপতি ধীরাজ জৈন। সম্পাদক ঈশান পাটোয়া। ডিস্ট্রিক্ট রোটারেক্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ তুষার জালান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া এই ভার্চুয়াল কার্যক্রমে ছিলেন ডা. অমিত কালোয়ার, ডা. প্রসেনজিৎ ঘোষ প্রমুখ। ক্লাবের ষাণ্মাষিক ম্যাগাজিন 'আনন্দ'ও উন্মোচিত হয়েছে আজ।শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল রোটারেক্ট ক্লাবের পুনর্গঠিত কমিটিতে ডা. মন্দিরা পাল নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। সম্পাদক করা হয়েছে রাজেশ কালোয়ারকে। প্রথা মাফিক দায়িত্ব অর্পণ করেন গত বছরের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে ডা. রীতু সিনহা ও ডা. দ্বৈপায়ন দেব।

গভীর রাতে হাতির তান্ডব মেটেলি ব্লকে

চালসা, ২১ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি ব্লকের ছাওয়াফেলি ভাউয়াজোত এলাকায় খাদ্যের লোভে মুদির দোকানে তাণ্ডব চালাল হাতি। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। এর জেরে সমগ্র এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার রাত প্রায় সাড়ে ১১ টা নাগাদ সংলগ্ন লাটাগুড়ি বনাঞ্চল থেকে একটি হাতি বের হয়ে আসে ছাওয়াফেলি এলাকায়। সেখানে রাস্তার পাশে থাকা রাজু ওঁরাওয়ের মুদির দোকানে তাণ্ডব চালায় হাতিটি। দোকানের দেওয়াল ভেঙে দোকানের ভিতরে থাকা তেল, সাবান, সোয়াবিন নষ্ট করে দেয়। খবর পেয়ে রাত্রেই এলাকায় যান বড়োদীঘি বিটের বনকর্মীরা। এলাকাটি লাটাগুড়ি জঙ্গল সংলগ্ন হওয়ায় প্রাই ওই এলাকায় হাতি সহ অন্যান্য বন্য প্রাণীরা চলে আসে। বনদপ্তর সূত্রের খবর, নিদিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে দোকান মালিককে।

বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগ মঙ্গলবার বৃক্ষরোপন করা হয়।

করোনা, বন্যার আবহে হোজাইয়ে দামালদের হামলা, বহু গৃহস্থের বসতঘর তছনছ

হোজাই (অসম), ২১ জুলাই (হি.স.) : অসমে একদিকে অতিমারি করোনা ও প্রলয়ঙ্করী বন্যার আবহে এবার আরেকটি যন্ত্রণা, হাতি-মানুষের সংঘাত। বন্যা পরিস্থিতিতে হোজাই জেলার দীঘলবাড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে খাদ্যের সন্ধানে বুনো হাতির এক দল লোকালয়ে এসে ঢুকে পড়েছে। মঙ্গলবার ভোর রাত প্রায় তিনটে নাগাদ বুনো হাতির দলটি দীঘলবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা মৌসুমী হাসাম, জিতেশ্বর হাসাম এবং জ্যোতিকা কুর্মির বাড়ি ঘর ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। তবে স্বস্তির বিষয়, এই ঘটনায় কোনও প্রাণ হানি হয়নি।

এলাকায় হাতির দল পড়ায় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বুনো হাতির ভয়ে তাদের চোখ থেকে ঘুম উবে গেছে। বিষয়টি বন বিভাগকে জানানো হলেও এখন পর্যন্ত বিভাগীয় তরফ থেকে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বন্যা, তার ওপর বুনো হাতির তাণ্ডবে মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু হারিয়ে এবার সরকারের কাছে সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বর্ষার মরশুম তিল বপণের উপযুক্ত সময়, বলেছে অরুণাচল কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

শিলচর (অসম), ২১ জুলাই (হি.স.) : চলতি সপ্তাহেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে আবহাওয়া দফতর থেকে। তাই কৃষকরা ভালো জল সংবলিত বেলে-দোআঁশ মাটিতে তিলের বপণ পদ্ধতি শুরু করতে পারেন। এই সময়ে তিল বপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। ভালো জাতের মধ্যে কলিয়াবর স্থানীয় এবং নঁগাও স্থানীয় জাতি উত্তম। চলতি বছরের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের আগে শাইল ধান রোপণ সম্পন্ন করতে কৃষকদের পরামর্শ দিয়েছেন কাছাড় জেলার অন্তর্গত অরুণাচল কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। তবে বন্যা কবলিত এলাকায় শাইল ধান রোপণ না করতে পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, যেহেতু চলতি সপ্তাহে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা, তাই কৃষকদের আবহাওয়ার পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ রেখে বন্যাকবলিত নিম্ন জমি অঞ্চলে ধানের চারা রোপণ না করা ভালো। জুলাই মাস উচ্চ উৎপাদন পাওয়ার জন্য শাইল ধান রোপণের সবচেয়ে ভালো সময়। তাই বরাক উপত্যকার কৃষকরা অনুকূল আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চারা রোপণ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। মাঠ থেকে বন্যার জল সরে যাওয়ার পর কৃষকরা সেইসব বন্যাক্রান্ত খেতে চারা রোপণ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উঁচু অঞ্চলের জমিতে যাতে জল জমা না থাকে এর জন্য উপযুক্ত ড্রেনের ব্যবস্থা করতে বলেছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র।

বলা হয়েছে, ড্রেন সাধারণত ২৫ সেন্টিমিটার প্রস্ত এবং ১৫ সেন্টিমিটার গভীর করা হয়। গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদির মতো গৃহপালিত পশুদের বিশেষ যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পশু চিকিৎসকরা। বন্যার জলে যাতে পুকুরের মাছ বেরিয়ে না যায় এর জন্য নেট দিয়ে বেড়া দিতে বলা হয়েছে।

রাজৌরির সুন্দরবনি সেক্টরে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ,২১ জুলাই (হি. স.) : বিশ্বজুড়ে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের অভ্যাস বদলায়নি পাকিস্তান।মঙ্গলবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার সুন্দরবনি সেক্টরে ভারতীয় সেনা ছাউনিগুলি লক্ষ্য করে অবিরাম গোলাষিণ করতে থাকে পাকিস্তান। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই। খবর পাওয়া পর্যন্ত সংঘর্ষ চলছে বলে জানা গিয়েছে। ছোট মাঝারি, স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রর পাশাপাশি মর্টার দিয়ে চলতে থাকে সেলিং। ভারতীয় ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করেও গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। গ্রামবাসীদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাল্টা পাকিস্তানি সেনা চৌকির দিকে গোলাবর্ষণ করে ভারত। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই।এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলছে বলে জানা গিয়েছে।

মিজোরামে নতুন করোনা আক্রান্ত ১৩, সংখ্যা বেড়ে ২৯৭, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সবচেয়ে ভালো অবস্থায় রাজ্য

আইজল, ২১ জুলাই (হি.স.) : গতি ধীরে হলেও মিজোরামেও করোনা-র প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। নতুন করে ১৩ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তাদের মধ্যে ১১ জনই বিএসএফ জওয়ান। এনিয়ে রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯৭। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যগুলির মধ্যে মিজোরাম এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে। কারণ, মিজোরামে আক্রান্তের সংখ্যা বাকি রাজ্যের তুলনায় কম।

স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ১৩৩ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১৩ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাঁরা সকলেই পুরুষ। আক্রান্তদের মধ্যে বিএসএফ জওয়ান ছাড়াও একজন সাধারণ নাগরিক এবং একজন ভারতীয় সেনা আধিকারিক রয়েছেন। করোনা আক্রান্তদের জোরাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের বক্তব্যে স্পষ্ট, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ফেরত সেনা আধিকারিক ছাড়া নতুন করোনা আক্রান্তদের দেহে কোনও লক্ষণ পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, মিজোরামে এখন পর্যন্ত ১৮,১৪৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৯৭ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। বর্তমানে ১২৯ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন। বাকি ১৬৮ জন করোনা মুক্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতরের তথ্যে দেখা গেছে, মিজোরামে জেলাভিত্তিক করোনা আক্রান্তের তালিকায় আইজলে সবচেয়ে বেশি ১২৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া, লুংলেই জেলায় ৬৩ জন, সাইহা জেলায় ২৬ জন, লঙলা জেলায় ২১ জন, মামিত জেলায় ২১ জন, চামফাই জেলায় ১২ জন, কোলাশিব জেলায় ১২ জন, সারছিপ জেলায় ৭ জন, খাউজাল জেলায় ৩ জন এবং সাইতুয়াত জেলায় ৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

অসমে করোনা-কাঁটায় বিদ্ধ আরও ১০৯৩, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২৫,০৯২, মৃত্যু ৫৮ জনের

গুয়াহাটি, ২১ জুলাই (হি.স.) : অসমে কোভিড-১৯ সংক্রমিত হয়েছেন আরও ১,০৯৩ জন। সোমবার মধ্যরাতে তাঁর অফিশিয়াল টুইটে এই তথ্য দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, নয়া আক্রান্তদের নিয়ে রাজ্যে করোনা রোগীর মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫, ০৯২-এ। তবে এঁদের মধ্যে ইতিমধ্যে ১৭,০৯৫ জন সুস্থ হয়ে স্বগৃহে চলে গেছেন। সক্রিয় ৭,৯৩৬ জনের চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে। দুঃখের সঙ্গে মন্ত্রী জানান, করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ৫৮ জন। তিনি তাঁদের সকলের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে নিহতদের পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

গতকাল রাজ্যে যে নতুন ১,০৯৩ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে, তার মধ্যে কেবল গুয়াহাটির বাসিন্দা ৪৪৮ জন। তথ্য দিয়ে মন্ত্রী জানিয়েছেন, গতকাল ২০ হাজারের বেশি পরীক্ষা হয়েছে। এর মধ্যে ১,০৯৩ জনের দেহে ধরা পড়েছে পজিটিভ। রাজ্যে এ মুহূর্তে দৈনিক পজিটিভের হার হচ্ছে ৫ শতাংশ, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত গত ২৯ জুন থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত কেবলমাত্র গুয়াহাটির মোট ১০,০২৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। কামরূপ মহানগর জেলায় করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণ দেখে গত ২৮ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত গোটা মেট্রো জেলায় সম্পূর্ণ লকডাউন জেরি করেছিল রাজ্য সরকার। এর পর গতকাল ২০ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে আনলক-ওয়ান।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসমে রবিবার ১,০১৮ জনের দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল। এর মধ্যে গুয়াহাটির ৫৭৭ জন। অনুরূপভাবে শনিবার ১,১১৭ জনের মধ্যে গুয়াহাটি মহানগরের ৫১৫, শুক্রবার ১,২১৮ জনের মধ্যে গুয়াহাটি মহানগরের ৫৭০ জন, বৃহস্পতিবার ৮৯২ জনের দেহে ধরা পড়েছিল কোভিড-১৯ পজিটিভ। মোট আক্রান্তের ১৮৪ রয়েছেন গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় কারাগারের বিভিন্ন স্তরের কয়েদি। তাছাড়া রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার ৮৬৯ জন কর্মীর শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। তার মধ্যে অবশ্য ৪৮৪ জন সুস্থ হয়েছেন।

মনোদর্পণ ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি. স.): ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মনোদর্পণ ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী রমেশ পক্রিয়াল নিষণক।এর সঙ্গে একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি।করোনা সংকটকালে পড়ুয়া, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মানসিক চাপ কমাতে এই ওয়েবসাইটটি উদ্বোধন করা হল। প্রধানমন্ত্রী ই - বিদ্যা কার্যক্রমের আওতায় এই ওয়েবসাইটটি উদ্বোধন করা হয়েছে।এতে করে বিদ্যার্থীর পরিবারের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ এবং সঠিক পথ দেখানো সম্ভব হবে।এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনার এই সংকটকাল সকলের জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং।সবথেকে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে কিশোর এবং শিশুদের ওপর। তাদের মধ্যে উত্তেজনা, চিন্তা, ভয়ের সঙ্গে ভাবনাত্মক এবং আচরণগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সেই ভয় দূর করা হবে। ওয়েবসাইটটি পড়ুয়া, অভিভাবক, শিক্ষক অধ্যাপকদের পরামর্শ দেবে।এর সঙ্গে একটি টোল ফ্রি নম্বর চালু করা হলো।নম্বরটি হল ৮৪৪৮৪৪০৬৩২। এই ওয়েবসাইটে ও টোল ফ্রি নাম্বার এ মাধ্যমে কাউন্সিলিংও করানো হবে।

বরাক উপত্যকার চা-বাগান শ্রমিকদের সমানাধিকার ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র

শিলচর (অসম), ২১ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার চা-বাগানের হাজিরাভিত্তিক শ্রমিকদের সমানাধিকার ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কাছে এক স্মারকপত্র পাঠিয়েছে কাছাড় জেলা যুব কংগ্রেস কমিটি। কমিটির উপ-সভাপতি শ্যামসুন্দর কালোয়ার স্বাক্ষরিত স্মারকপত্র জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দ্যেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রেরিত স্মারকপত্রে বলা হয়েছে, বরাক উপত্যকায় মোট ৪৯টি চা-বাগানের এক লক্ষ শ্রমিক দিনরাত পরিশ্রম করে চা-উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন। অসমের চা-শিল্পের বিশেষত্ব পৃথিবীখ্যাত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে এই চা-শিল্পের উৎপাদনে সরাসরি জড়িত শ্রমিকরা তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। সরকারিভাবেও তাঁদের অবজ্ঞা করা হচ্ছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল সবসময় বলে থাকেন বরাক-ব্রহ্মপুত্র উভয় উপত্যকার সার্বিক উন্নয়নকে সমানদৃষ্টিতে বিবেচনা করে সরকার। কিন্তু চা-বাগান শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা-বাগানের তুলনায় বরাক উপত্যকার শ্রমিকদের সাথে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা-শ্রমিকরা

ছয়ের পাতায়

শব্দ দূষণ ছড়াচ্ছেন জাভরেকর, কটাক্ষ সিব্বলের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি. স.): গালওয়ান উপত্যকায় চিনা আগ্রাসন থেকে শুরু করে দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে তরজা অব্যাহত। এই প্রসঙ্গে এদিন রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সরব হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর।পাল্টা এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিন্দায় সরব হন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল। পরিবেশ মন্ত্রী হয়েও শব্দদূষণ ছড়াচ্ছেন প্রকাশ জাভরেকর বলে জানিয়েছেন সিব্বল।

মঙ্গলবার নিজের ভিডিও বার্তায় কপিল সিব্বল জানিয়েছেন যে পরিবেশমন্ত্রী হয়ে শব্দদূষণ ছড়াচ্ছেন প্রকাশ জাভরেকর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে এমন শব্দবন্ধের প্রয়োগ তার মুখে মানায় না। শাহীনবাগ আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে কপিল সিব্বল জানিয়েছেন, শাহীনবাগ আন্দোলনের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে কাজ করেছে দিল্লি পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজও ভেঙে দিয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া খুব খারাপভাবে করা হয়েছে। এ বিষয়ে আদালতে পিটিশনও দায়ের করা হয়েছে।অন্যদিকে চিন প্রসঙ্গে সত্য চেপে দিচ্ছে কেন্দ্র।চিনের সঙ্গে বাস্তবিক পরিস্থিতি নিয়ে দেশবাসীকে অবগত করা প্রয়োজন। করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন ২১ দিনের মধ্যে এই লড়াই জেতা হবে। কিন্তু করোনা মোকাবিলায় বর্তমান পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব দেখা দিয়েছে। সঠিক সময় যদি আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া যেত, তবে এমন পরিস্থিতি তৈরী হতো না।দেশের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েও অসত্য বিবৃতি দিচ্ছে কেন্দ্র।হেরফের করা হচ্ছে পরিসংখ্যান।

মেঘালয়ে নতুন ২১, করোনায় মোট আক্রান্ত ৪৮৭ জন, সুস্থ ৭০, মৃত ৪

শিলং, ২১ জুলাই (হি.স.) : আবারও করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে মেঘালয়ে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাতে রাজ্যে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৮৭। এদিকে, ১৪ জন করোনা আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ান সুস্থ হয়েছেন। ফলে, মেঘালয়ে সাধারণ নাগরিক সহ এখন পর্যন্ত ৭০ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এবং ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। সক্রিয় রোগী ৪১৩ জনের চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে।

রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টন টিনসং জানান, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ২১ জনকে নিয়ে মেঘালয়ে মোট ৪৮৭ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। দেখা গেছে, পূর্ব খাসিপাহাড় জেলায় সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত হয়েছেন। ওই জেলায় বর্তমানে ৩৫৫ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শুধু আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ান ২৬৬ জন।

উপমুখ্যমন্ত্রীর কথায়, রি-ভই জেলায় ৪২ জন, পশ্চিম জয়ন্তিয়াপাহাড় জেলায় ১ জন, পূর্ব জয়ন্তিয়াপাহাড় জেলায় ১ জন, পশ্চিম গারোপাহাড় জেলায় ১২ জন, দক্ষিণ পশ্চিম গারোপাহাড় জেলায় ১ জন, দক্ষিণ গারোপাহাড়

ছয়ের পাতায়

জলপাইগুড়িতে আরও এক করোনা আক্রান্তের মৃত্যু

জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়িতে আরও এক করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হল। সোমবার গভীর রাতে শিলিগুড়ির একটি কোভিড হাসপাতাল প্রশান্তকুমার পাল নামে সত্তরোর্ধ ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। তিনি জলপাইগুড়ি শহরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। এই নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরের ৩ করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হল।

প্রশান্তবাবু দিন ১৫ আগে বাড়ির শৌচালয়ে পড়ে গিয়ে কোমড়ে চোট পান। স্থানীয় এক ডাক্তারের কাছে তিনি চিকিৎসা করান। ১৩ জুলাই তাঁর শ্বাসকষ্ট সহ বেশকিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। বাড়িতেই অক্সিজেন দেওয়া হয়। তবে সমস্যা বাড়তে থাকায় গত মঙ্গলবার তাঁকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার বিকেলে তাঁকে সদর হাসপাতালের সিসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়।

পরবর্তীতে তাঁর শ্বাসকষ্ট ও হার্টের সমস্যা দেখা দিলে পরিবারের তরফে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সেখান থেকে কোভিড টেস্ট করে রোগীকে নার্সিংহোমে নিয়ে আসার কথা বলা হয়। শুক্রবার বিকেলে সদর হাসপাতালের সিসিইউতে তাঁর লালার নমুনা নেওয়া হয় ।রবিবার সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। রাতেই তাঁকে শিলিগুড়ি একটি কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার গভীর রাতে কোভিড হাসপাতাল থেকে ফোন করে বৃদ্ধের মৃত্যুর খবর পরিবারকে জানানো হয়। মৃতের ভাই শ্যামল পাল বলেন, শিলিগুড়ির ডিসান কোভিড হাসপাতাল থেকে গতকাল গভীর রাতে ফোন করে দাদার মৃত্যুর খবর জানানো হয়।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটাই শেষ ২১ জুলাই ওনার : হুংকার দিলীপের

কলকাতা,২১ জুলাই (হি স): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বছর শেষ ২১ জুলাই পালন তৃণমূলের। কিন্তু করোনা অবহে চলতি বছর ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে ২১ জুলাই পালন রাজ্যের শাসকদলের। এরই মাঝে মঙ্গলবার "মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটাই শেষ ২১ জুলাই ওনার" হুংকার রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটাই শেষ একুশে জুলাই ওনার। যারা শহিদদের রক্তে হেঁটে সরকারে এল, তারা এখন বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী আর সাধারণ মানুষকে শহিদ করছে। ১৯৯৩ সালের সঙ্গে এখনকার পরিস্থিতির কোনও ফারাক নেই। বরং আরও খারাপ হয়েছে। তখন এক জায়গায় গুলি চলেছিল। এখন সারা বাংলা জুড়ে গুলি-বোমা চলছে। যাঁরা গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহিদ দিবসের নামে প্রহসন করছেন। বিরোধীদের মেরে টাঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই এই দিনটিকে প্রহসন দিবস হিসেবে পালন করবে বিজেপি"।

উল্লেখ্য, গতকালই রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ জানান সারা রাজ্য জুড়ে আজকে "প্রহসন দিবস "পালন করবে বিজেপি। "শহিদ দিবস"কে পাল্টা দিতে উদ্যোগী বিজেপি। মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে 'প্রহসন দিবস' - র ডাক বিজেপির। অন্যদিকে, দলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকায় প্যান্ডেল বানিয়ে জায়েন্ট স্ক্রিন লাগানো হয়েছে। দুপুর দুটো থেকে ভার্চুয়াল সভায় ভাষণ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখমন্ত্রী সেই ভাষণ বিভিন্ন এলাকায় জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র

পাচের পাতার পর

দৈনিক ১৬৭ টাকা হারে মজুরি পেয়ে থাকেন। অথচ বরাক উপত্যকার চা-শ্রমিকদের দৈনিক মাত্র ১৪৫ টাকা মজুরি। তাই একই রাজ্যের দুই উপত্যকার শ্রমিকদের মজুরি প্রদানে বৈষম্য দূর করে সমানাধিকার প্রদান করতে অনুরোধ করা হয়েছে স্মারকপত্রে।

এছাড়া বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে চা-বাগান শ্রমিকদের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করে ন্যূনতম দুশো টাকা ধার্য করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন জেলা যুব কংগ্রেস কমিটির উপ-সভাপতি শ্যামসুন্দর কালোয়ার।

অসমের শ্রমমন্ত্রী, সারা আসাম চা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও বরাক উপত্যকা চা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতির কাছে স্মারকপত্রের প্রতিলিপি প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে সারা জীবন বিনামূল্যে রেশন, ঘোষণা মমতাব

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল সরকার জয়ী হলে সারাজীবন মানুষ বিনামূল্যে রেশন পাবেন। ২১ জুলাইয়ের ভার্চুয়াল সভা থেকে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এমনটাই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শুধু রেশনই নয় বরং তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য,শিক্ষা পরিষেবা দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি জানান আগামী বছর ২১ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর এই বছরের একুশে জুলাই হবে ঐতিহাসিক এবং বৃহত্তর।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ একুশে জুলাই শাসকদলের। তাই এই মঞ্চ থেকে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার মত একের পর এক বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। করোনার জেরে এবছর তৃণমূলের শহীদ স্মরণে একুশে জুলাই করতে হয়েছে একেবারেই ভার্চুয়াল ভাবে। সেখানে কালীঘাট থেকে অনলাইনে বক্তৃতা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মঞ্চ থেকেই এ দিন আগামী বছর তারা যদি পুনরায় রাজ্য শাসন কায়েম করতে পারেন তাহলে রাজ্যবাসীকে সারা জীবনের মতো বিনামূল্যে রেশন দেবেন বলে ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, 'আমরা যদি ক্ষমতায় থাকি, তাহলে শুধু একবছর নয়। বাংলার মানুষ সারাজীবন ফ্রি রেশন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবা পাবে। টাকা কোথা থেকে আসবে সে চিন্তা করতে হবে না কাউকে। মানুষের জন্য যা করা প্রয়োজন তা-ই করব'।

এদিনের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, 'এবার ধর্মতলা সভা করতে না পেরে আমরা ব্যথিত। আগামী বছর হয়তো সবথেকে বড় সভা হবে। আগামী বছর একুশে মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর সেটা ঐতিহাসিক সর্ববৃহৎ সভা হবে। ঘোষণা এখন থেকেই করছি সেই প্রস্তুতি এখন থেকেই চলবে।' লকডাউন ঘোষণা করার আগেই একমাত্র এই রাজ্যে রেশন বিলি করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করে বলেন, '১০কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হচ্ছে।' পাশাপাশি কোথাও রেশন নিয়ে দুর্নীতি হলে সঙ্গে সঙ্গে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

স্বাস্থ্যবিধি দূর অস্ত, ভিড়েই উদযাপিত শহিদ দিবস

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.) : করোনার আবহে শহিদ দিবস পালনে স্বাস্থ্যবিধি পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু দূরত্বের বিধি না মেনে অধিকাংশ কেন্দ্রেই পালিত হল ২১ জুলাই। এদিন মধ্য কলকাতায় এন্টালিতে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠিত হয় বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার নেতৃত্বে। অন্যদিকে, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে দক্ষিণ কলকাতায় হয় স্মরণ অনুষ্ঠান। ফেসবুক লাইভে দুই জায়গাতেই ভিড় লক্ষ্য করা যায়। চলচ্চিত্র পরিচালক অনীক দত্ত ফেসবুকে শেয়ার করেছেন, "শুধু জানিয়ে রাখি। নিউজ এইটিন বাংলা দেখছিলাম। শহরে শহরে ঢাউস ম্যারাপ খাটিয়ে মঞ্চ বানানো হয়েছে। সংবাদ -পাঠক জানালেন 'ভিড় হবে, জমায়েত হবে। আমি নিশ্চিত কোনো লাল গেঞ্জি এই জমায়েতকারীদের ওপর লাফঝাঁপ করবে না। সুতরাং এঁরা নির্বিঘ্নে ভিড় ।

ব্যাঙ্ক নিয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে খুশি বিইইউএফ

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.) : করোনার সংক্রমণ সামলাতে প্রতি শনিবার ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত এবং তার সঙ্গে কম সংখ্যক কর্মী দিয়ে প্রতি কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের পরিষেবা চালু রাখার যে প্রস্তাব এ রাজ্যের স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটি বা এসএলবিসি দিয়েছে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম (বিইইউএফ)।

সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ব্যাপকতা এবং লকডাউনের মধ্যে অন্যান্য অনেক অত্যাবশকীয় পরিষেবার মত ব্যাঙ্ক পরিষেবাকে জারি রাখা জরুরী ছিল। এ জন্য বহু ব্যাঙ্ক কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন এবং এঁদের কয়েকজন মারাও গিয়েছেন। এই পরিসিতিতে নিগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট তথা এন আই অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রতি শনিবার ছুটি রাখা এবং কর্মী সংখ্যা ও কাজের সময়সীমা কমিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে কর্মীদেরও যেমন পূর্বের তুলনায় অধিক সুরক্ষা মিলবে তেমনি গোষ্ঠী সংক্রমণের সম্ভাবনাকেও কমানো সম্ভব হবে। এখন ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখা, অফিস এবং এটিএম কিয়স্ক গুলি স্যানিটাইজ করা দরকার। দরকার সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মীদের করোনা টেস্ট, কোয়ারেন্টাইনের সুবিধা এবং আক্রান্তদের চিকিৎসা করা।

'বাংলার ইতিহাস, ভূগোল জানুন তারপর বাংলা নিয়ে কথা বলুন:পাল্টা জবাব অরূপ বিশ্বাসের

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি স): করোনা অবহে চলতি বছর ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে ২১ জুলাই পালন রাজ্যের শাসকদলের। মঙ্গলবার তৃণমূলের একুশে জুলাই নিয়ে "মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটাই শেষ ২১ জুলাই ওনার" কটাক্ষ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের। 'বাংলার ইতিহাস, ভূগোল জানুন তারপর বাংলা নিয়ে কথা বলুন পাল্টা জবাব রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের।

দিলীপ ঘোষের বক্তব্যকে কটাক্ষ করে অরূপ বিশ্বাস বলেন, "বাংলার ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ভাল করে জানুন। তারপর বাংলা নিয়ে কথা বলুন। বাংলার ইতিহাস জানেনা বাংলার মানুষের করা আত্মত্যাগ জানেনা। যারা বাংলার মানুষের জন্য কিছু করলই না। যারা বাংলার মানুষকে পদে পদে ভাতে মারার। চেষ্টা করছে তাদের কাছে অন্য কিছু আশা করা যায় না। সারা বাংলার মানুষকে ভালোবাসে না। বাংলাকে ভালবাসে না। তারা বাংলার মানুষের ভালোবাসা পাবে বলে মনেও হয় না"। উল্লেখ্য, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বছর শেষ ২১ জুলাই পালন তৃণমূলের। কিন্তু করোনা অবহে চলতি বছর ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে ২১ জুলাই পালন রাজ্যের শাসকদলের। দলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকায় প্যান্ডেল বানিয়ে জায়েন্ট স্ক্রিন লাগানো হয়েছে। দুপুর দুটো থেকে ভার্চুয়াল সভায় ভাষণ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখমন্ত্রী সেই ভাষণ বিভিন্ন এলাকায় জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে।

আরও ৭ দিন

তিনের পাতার পর

বেশকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, সংক্রমণ কী পর্যায়ে রয়েছে তা দেখে পরবর্তীকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

চট্টগ্রাম বন্দরে

তিনের পাতার পর

বলেন, তারপরও ভারতীয় ট্রানজিটের পণ্যের পরিমাণ কেমন হয় তা নিয়ে আমাদের একটা স্টাডি করতে হবে। যদি অনেক বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।চট্টগ্রাম বন্দর সচিব ওমর ফারুক বলেন, ২০১৮ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে পণ্যবাহী চারটি কন্টেইনারের ট্রায়াল রান এটি। বিদ্যমান নীতিমালা (ফার্স কাম, ফার্স সার্ভ) অনুযায়ী জাহাজটি বার্থিং পাবে ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে পণ্য পরিবহনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে নির্ধারিত সাত প্রকারের ফি আদায় করা হবে। চট্টগ্রাম কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এসব ফি আদায় করবে। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরও "ব্যবহার ট্যারিফ" পাবে।

মাস্ক না থাকায় সল্টলেকে তৃণমূলের ভার্চুয়াল সভায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না সমর্থকদের

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি স): চলতি বছর ২১ জুলাই দিনটি রাজ্যের শাসকদলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে এই বছর শেষ ২১ জুলাই পালন তৃণমূলের। কিন্তু এই বছর করোনা কাঁটায় ভার্চুয়াল সভা পালন করতে হচ্ছে তৃণমূলকে। তবে , তৃণমূলের ভার্চুয়াল সভায় মাস্ক না থাকলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না কর্মী-সমর্থকদের। মঙ্গলবার এমন দৃশ্য ধরা পড়ল সল্টলেকের দত্তাবাদে তৃণমূলের ভার্চুয়াল সভায়।

দলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকায় প্যান্ডেল বানিয়ে জায়েন্ট স্ক্রিন লাগানো হয়েছে। দুপুর দুটো থেকে ভার্চুয়াল সভায় ভাষণ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখমন্ত্রী সেই ভাষণ বিভিন্ন এলাকায় জয়েন স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে। সেরকমই দেখানো হচ্ছে সল্টলেকের দত্তাবাদেও। আর সেখানে বড় বড় করে লিখে দেওয়া হয়েছে "নো মাস্ক নো এন্টি"। কেউ মাস্ক পড়ে না আসলে তাদের সভায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কেউ মাস্ক ছাড়া আসলে তাকে মাস্ক দিয়ে তবেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে সভায়।

এবার করোনায় আক্রান্ত মন্ত্রী ববি হাকিমের জামাই

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.) : রাজ্যে গোষ্ঠী সংক্রমণের কথা প্রকাশেএ মেনেই নিয়েছে প্রশাসন। বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। সেই তালিকায় সাম্প্রতিকতম সংযোজন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর প্রধান ফিরহাদ হাকিমের জামাই।

সূত্রের খবর, করোনা আক্রান্ত ইয়াসির হায়দারের চিকিৎসা চলছে বাড়িতেই। আপাতত শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে তিনি নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছেন।

ফেসবুক পোস্টে ইয়াসির লিখেছেন, আপাতত তিনি ভাল আছেন, তবে দুর্বলতা কাটেনি। ওষুধের ভারী ডোজে আপাতত বেশিরভাগ সময়েই তিনি ঘুমোচ্ছেন। পোস্টে তিনি লিখেছেন, "আশা করি আমি শীঘ্রই এই যুদ্ধ জয় করতে পারব এবং 'কোভিড যোদ্ধা হিসাবে, বিজয়ী হিসাবে বের হতে পারব।" তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে আত্মীয়-বন্ধুরা যে সর্বদা প্রার্থনা করছেন, তার জন্য সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ইয়াসির হায়দার।

ফিরহাদ হাকিমের আয়োজিত কলকাতার অন্যতম নামী দুর্গাপুজো চেতলা অগ্রণীর সঙ্গে যুক্ত ইয়াসির বেশ কর্মঠ বলেই পরিচিত ঘনিষ্ঠ মহলে। পুজোর নানা কাজের পাশাপাশি সমাজকল্যাণমূলক কাজও করে থাকেন তিনি। মাস দুই আগে আমফান বিধ্বস্ত সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে নিজের হাতে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছেন ইয়াসির। নিজের শ্বশুরমশাই তথা মন্ত্রীর পাশাপাশি তিনিও নিয়মিত খোঁজখবর নিয়েছেন বিপর্যস্ত এলাকাগুলির। জামাইকে এভাবে পাশে পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্তে নিজের বিপুল কাজের চাপ সামলেছেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমও।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ একুশে জুলাই পালন তৃণমূলের

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.) : আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে এই বছর শেষ ২১ জুলাই পালন তৃণমূলের। যদিও করোনার প্রভাবে বাধ্য হয়ে ভার্চুয়াল সভা আয়োজন করেছে শাসকদল। তা হলেও এবারের একুশে জুলাই যে অবশ্যম্ভাবী গুরুত্বপূর্ণ শাসকদলের কাছে তা বলাই বাহুল্য। দলনেত্রীর নির্দেশমতো এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকায় প্যান্ডেল বানিয়ে জায়েন্ট স্ক্রিন লাগানো হয়েছে। দুপুর দুটো থেকে এদিন ভার্চুয়াল হবে ভাষণ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো। এবারের ২১ জুলাইয়ের সুর বেঁধে দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। জানিয়েছেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জিতে ফিরে আসতে হবে আগামী বছর। এই মর্মে মঙ্গলবার একটি টুইটও করেছেন মমতা। এবারের একুশে জুলাই থেকে তিনি যুব কর্মীদের উদ্দেশ্যে আরো উদ্যোগী হওয়ার বার্তা দিতে পারেন। দলীয় সূত্রে খবর এবারে দলনেত্রী বেশি ভরসা রাখছেন যুবশক্তির উপরেই। একইসঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যাতে ফলাফল তাদের দিকেই আসে শেই কথা মাথায় রেখে দিন ভাষণে মাধ্যমে কর্মীদের উদ্যোগী করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং মেনে তৃণমূল কর্মীরা জেলায় জেলায় পার্টি অফিসে জমায়েত হতে শুরু করেছেন। মাস্ক না পরে এলে ভার্চুয়াল সভা দেখতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না দলীয় কর্মীদের। দলনেত্রীর ভাষণের আগে দলীয় কার্যালয়গুলিতে পতাকা উত্তোলন করবেন তৃণমূল কর্মীরা।

জোন

● **প্রথম পাতার পর**

এ এ রোড এবং সি আর রোড। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের অফিস থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

চার

● **প্রথম পাতার পর**

একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক দুটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। চালকদের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন।

এদিকে, বাইক ও মারুতী ভ্যানের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে তিনজন। দূর্ঘটনা ঘটেছে মনপাথরের পতিরাই রিয়াং পাড়ায়। জানা গিয়েছে বাইক ও ভ্যানের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে বাইকের চালক ও আরোহী তুর্কী রাই রিয়াং, চলা রিয়াং এবং মগিবাই রিয়াং বাইক থকে ছিটকে পড়ে যায়। আহত অবস্থায় তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মগিবাই রিয়াংয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

স্মারক

● **প্রথম পাতার পর**

করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। দাবি পূরণ না হলে সংগঠন আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানানো হয়।

উল্লেখ্য ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন সমাগত প্রায়। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য সরকারের কাছে দাবি পেশ করে চলেছে। উল্লেখ্য করোনা ভাইরাসসংক্রমণ জনিত কারণে বর্তমানে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের দায়িত্ব পালন করছেন রাজ্যপাল নিযুক্ত একজন আধিকারিক। জেলা পরিষদের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় রাজ্যপাল ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ পরিচালনার জন্য একজন প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। বর্তমানে প্রশাসক জেলা পরিষদ এলাকার যাবতীয় বিষয় দেখভাল করছেন।পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে।

রাজ্যে

● **প্রথম পাতার পর**

ইনকামিং কল গ্রহণ করার জন্য ২০ জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, এলটি লাইন হলএ কল সেন্টার থেকেই অভিযোগের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এইচটি লাইন হল-এ নিগম কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ পাঠানো হবে। তাঁর দাবি, এটি অল্প সময়ে সমস্ত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যেই ওই কল সেন্টারের সূচনা হচ্ছে।

সুস্থ ৭০, মৃত ৪

পাচের পাতার পর

জেলায় ২ জন, পূর্ব গারোপাহাড় জেলায় ১ জন এবং উত্তর গারোপাহাড় জেলায় ১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

লালজি টেণ্ডনের প্রয়াণে রাজ্যপালের শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল লালজি টেণ্ডনের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস। এক শোক বার্তায় তিনি বলেন, লালজি টেণ্ডনজি আজ প্রয়াত হয়েছেন জেনে আমি খুবই মর্মাহত। আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছিনা এমন একজন মহান নেতা এবং ব্যক্তিত্ব আমাদের মধ্যে নেই। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, প্রশাসক এবং সাংবিধানিক বিষয়ে পণ্ডিত/ প্রা' ব্যক্তিত্ব। তিনি সব সময়েই মানুষের কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি মধ্যপ্রদেশের ২২তম রাজ্যপাল হিসেবে কাজ করে গেছেন। তাঁর মৃত্য দেশবাসীর কাছে এক বিরাট ক্ষতি।

আমি ভগবানের কাছে তার আত্মার সদগতি কামনা করি এবং তার পরিবারের সদস্যগণকে এই ক্ষতি বহন করার শক্তি দান করার জন্য প্রার্থনা জানাই।

দিনভর

● **প্রথম পাতার পর**

কাজ পরিদর্শন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।তিনি বলেন, আগে কোথাও জল জমলে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ১২- ১৩ ঘণ্টা সময় লেগে যেত। এখন দুই ঘন্টা সময়ের মধ্যেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। এজন্য দারুন ভাবে কাজে আসছে ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল রুম।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এদিনের বৃষ্টির জল সরাতে চারটি জায়গাতেই শুধু মাত্র তিন-চার ঘণ্টা সময় লেগেছে। বাকি জায়গাগুলোতে অল্প সময়ই জল নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়েছে।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টির ফলে শহর আগরতলার বেশ কিছু জায়গায় জল দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু দেখা যায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জল সরে যেতে। নগর উন্নয়ন দপ্তর ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল রুমের সহায়তায় কিভাবে দ্রুততার সঙ্গে এই কাজ সম্পাদন করেছে তা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি কথা বলেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ড়শৈলেশ কুমার যাদব এবং নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরণ গীত্যের সঙ্গে। আগরতলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ অন্যান্য কাজগুলোতেও সিসি ক্যামেরা গুলি কিভাবে কাজ করছে সে সম্পর্কেও অবগত হন তিনি।

এদিনের পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, স্মার্ট সিটি মিশনের বড় সাফল্য এই ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল রুম। ১৩৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এটি নির্মানে। ৪৪১ টি ক্যামেরা আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো আছে। ২৩ টি পিপিজেড ক্যামেরা রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে মুভিং-জোমিং করে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই কন্টোল রুমে বসেই সমস্ত আগরতলায় চিত্র দেখা যেতে পারে। উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন এইরকম কন্টোল রুম উত্তর-পূর্ব ভারতে ত্রিপুরাতে প্রথম বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, আগামীদিনে এখানে পুলিশ ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে থাকবে। আগরতলা শহরের যাবতীয় ব্যবস্থা তদারকি করবে এবং তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থাও গ্রহণ করবে। এ সম্পর্কে তিনি জানান, আগরতলার বাস স্টেন্ড গুলিতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী দিনে কোন অপরাধমূলক কাজ অথবা ভালো কাজ সবেতেই দ্রুত এগিয়ে যাওয়া সক্ষম হবে। আগামী দিনে ত্রিপুরা পুলিশ এবং নগর উন্নয়ন দপ্তর এখানে যৌথভাবে কাজ করবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তামিলনাড়ুতে

● **প্রথম পাতার পর**

পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

প্রসঙ্গত, করোনা ত্রিপুরায় ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। আক্রান্তের পাশাপাশি মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে। ফলে, ত্রিপুরা সরকার সমস্ত জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন টেস্ট বাধ্যতামূলক করেছে। অন্য কোনও রোগে আক্রান্ত রোগী অ্যান্টিজেন টেস্টে রিপোর্ট নেগেটিভ আসলেই তাকে ভরতি রাখা হবে। স্বাভাবিকভাবে, একই পদ্ধতি বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিং হোমগুলির উপর কার্যকরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা নির্দেশ দিয়েছেন, ত্রিপুরায় সমস্ত নার্সিং হোম এবং বেসরকারি হাসপাতালে রোগী ভরতির ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন টেস্ট করতেই হবে। সে-ক্ষেত্রে প্রতি কিটের জন্য সাড়ে চারশো টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কোষাগারে জমা দিতে হবে। কিট সংগ্রহের জন্য ওই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সাথেই যোগাযোগ করতে হবে। পাশাপাশি টেস্টের ফলাফল আইসিএমআর-এর পোর্টালে দাখিল করতে হবে।

অম্পিতে

● **প্রথম পাতার পর**

এলাকাবাসীরা অমরপুর-তেলিয়ামুড়া সড়কের হরিপুর এলাকায় সড়ক অবরোধ করে। সড়ক অবরোধের ফলে রাস্তার দুই পাশে আটকে পড়ে বহু যানবাহন। ঘটনার খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে অম্পিনগর থানার পুলিশ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কথা বলেন সড়ক অবরোধ কারীদের সাথে।

মহাকুমা পুলিস আধিকারিকের আশ্বাসে শেষ পর্যন্ত সড়ক অবরোধ কারীরা সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান অম্পিনগর থানার অন্তর্গত হরিপুর এলাকা থেকে এক নাবালিকা কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এক যুবক। সেই নাবালিকাকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। নাবালিকাকে উদ্ধার করার জন্য ওই যুবকের বাড়িতে বহুবার অভিযান চালানো হয়েছে। কিন্তু তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ফলে তাদেরকে আটক করা যায়নি। এমনকি নাবালিকা কেও উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না।

জনতার

● **প্রথম পাতার পর**

পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে তাকে থানায় নিয়ে যায় ।তবে থানা থেকে তাকে আশ্চর্যজনকভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ এনেছেন স্থানীয় জনগণ। উল্লেখ্য রাজধানী আগরতলা শহরের আনাচে-কানাচে ব্রাউন সুগার সহ নানা নেশাজাতীয় সামগ্রী যুবসমাজের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এসব মারাত্বক নেশাজাতীয় সামগ্রী গ্রহণ করে যুবসমাজ ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে। এসব বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও জনমনে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।রাজ্য সরকার যেখানে রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে সে ক্ষেত্রে পুলিশ নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলেও অভিযোগ মিলেছে।

মামলা

● **প্রথম পাতার পর**

বের হলে তার মৃত্যু হয়। শেষ পর্যন্ত তার পরিবারের পক্ষ থেকে মধুপুর থানায় মামলা দায়ের করেন বলে জানা যায়। এদিকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে বিশালগড় থানার এস আই বিমল বৈদ্য এসে তদন্ত শুরু করেছেন।

দোকান পাট বন্ধ

আটের পাতার পর

প্রসাশনিক কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ দেখাযায়নি। এই বন্ধেরফলে সাধারন লোকজনের উপর অনেকটা প্রভাব পরেছে বলে জানাযায়।

রক্ষা পেল যুবক

আটের পাতার পর

নিগমের কর্মীদের গাফিলতির ফলেই ট্রান্সফরমারের শর্টসার্কিটের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ।বিদ্যুৎ নিগমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা নিয়মিত ট্রান্সফরমারটি দেখাশোনা করেন না বলে অভিযোগ। এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় জনগণ দাবি জানিয়েছেন।

পঞ্চাশ বছর ধরে খেলছেন তিনি

১৯৭০ সালের জুলাইয়ে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেছেন পারসনস। ক্যারিয়ারে ৭৬১ ইনিংসে ২২,৩৪২ রান করেছেন। তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটি অপরাজিত ১২২ রানের। ক্যারিয়ারে ১২টি সেঞ্চুরির পাশাপাশি করেছেন ১৩৭টি ফিফটিবয়স ষাট পেরিয়ে যাওয়া অনেকেই কর্মজীবনে যতি টেনে দিয়ে চলে যান অবসরে। বাড়িতে একটু আরাম আয়েশে দিন কাটান। খেলা করেন নাতি-নাতনিদের নিয়ে। কিন্তু ডেভিড পারসনস ব্যতিক্রম। সাসেক্স থেকে উঠে আসা এই ক্রিকেটার এখনো খেলে চলেছেন একের পর এক ম্যাচ। ৬০ বছর পেরিয়ে যাওয়া পারসনস এখনো ব্যাট হাতে দাপট দেখিয়ে যাচ্ছেন তাঁর ক্লাব হার্সপিয়েরপয়েন্ট ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে।১৯৭০ সালের জুলাইয়ে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেছেন পারসনস। ক্যারিয়ারে ৭৬১ ইনিংসে ২২,৩৪২ রান করেছেন।

তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটি অপরাজিত ১২২ রানের। ক্যারিয়ারে ১২টি সেঞ্চুরির পাশাপাশি করেছেন ১৩৭টি ফিফটি। ক্লাবের অর্নাস বোর্ডে তাঁর নামটি খোদাই করা আছে।

আছে বিভিন্ন রেকর্ডের পাতায়ও। ২০১০ সালে অংশ হয়েছেন ক্লাবের সর্বোচ্চ রানের জুটির। সতীর্থ ব্যাটসম্যানকে নিয়ে গড়েছিলেন অবিচ্ছিন্ন ২৫৯ রানের জুটি।

এত সব কীর্তি গড়া পারসনস গত শনিবার আরেকটি ফিফটি করেছেন।

পা রেখেছেন ক্যারিয়ারের ৫০তম মৌসুমে। কে জানে আর কত দিন খেলে যাবেন হার্সপিয়েরপয়েন্ট ক্রিকেট ক্লাবের সভাপতি কাম ক্রিকেটার!

৫০তম মৌসুমে পা রাখার দিনটিতে তাঁকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে গার্ড অব অনার দিয়েছে ক্লাবটির ক্রিকেটাররা।

ইউনাইটেড সমর্থক যুবরাজকে চেলসি সমর্থক পিটারসেনের খোঁচা

ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার যুবরাজ ইউনাইটেডের পাঁড় ভক্ত, ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ও ব্যাটসম্যান পিটারসেন চেলসির। গতকাল এফএ কাপের সেমিফাইনালে চেলসির কাছে ৩-১ গোলে হেরে গেছে ইউনাইটেড। যুবরাজকে খোঁচা মারার দুর্দান্ত এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি পিটারসেনক্রিকেট মাঠে দুজনের লড়াইটা ছিল জমজমাট। ব্যাট হাতে ভালো করতে না পারলে কেভিন পিটারসেনের বিপক্ষে বল হাতে সেটি পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন যুবরাজ সিং। পিটারসেনও যুবরাজকে হারাতে সব সময় থাকতেন মরিয়া। ভারত ও ইংল্যান্ডের এই দুই সাবেক ক্রিকেটারের দ্বৈরথ আছে ফুটবলেও। তবে সেটা মাঠে নয়, এখানে তাঁদের লড়াইটা সমর্থক সারিতে বসে।ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার যুবরাজ ইউনাইটেডের পাঁড় ভক্ত, ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ও ব্যাটসম্যান পিটারসেন চেলসির। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুজনের প্রায়ই তর্ক চলে। গতকাল এফএ কাপের সেমিফাইনালে চেলসির কাছে ৩-১ গোলে হেরে গেছে ইউনাইটেড। যুবরাজকে খোঁচা মারার দুর্দান্ত এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি পিটারসেন। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর টুইট করেছেন, 'হাই ইয়ুভি, তুমি ঠিক আছ তো বন্ধু?!'প্রিয় দল না হয় হেরে গেছে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর খোঁচা খেয়ে কি বসে থাকা যায়! খেলোয়াড়ি জীবনের মতোই এক বলে পিটারসেনের কাছে চার খেলে পরের বলটাতে যেমন কৌশলী হতেন, এখানেও সেটাই করেছেন যুবরাজ। পিটারসেনের টুইটে উত্তর দিয়েছেন, 'হা হা...না বন্ধু আমি ঠিক নেই। নিজের গালে নিজেই থাপ্পড় মারছি।'পিটারসেনও ছাড়বার পাত্র নন।

ইংল্যান্ডের সাবেক ব্যাটসম্যান লিখলেন, 'একটু পরখ করে দেখছিলাম আর কী। সপ্তাহ কয়েক আগে তোমার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে। তাই একটু পরীক্ষা করে দেখছিলাম তুমি এখনো চ্যাট করতে চাও কি না?! আশা করছি এই শোক দ্রুতই কাটিয়ে উঠবে।' একই সঙ্গে যুবরাজকে একটি নিমন্ত্রণও দিয়ে রেখেছেন পিটারসেন, 'আমার অতিথি হিসেবে তুমি যে কোনো সময়ই চ্যাম্পিয়নস লিগ দেখতে চলে আসতে পার।'বেচারা যুবরাজ আর কী বলবেন, পরের 'বল'টি শুধু ভালো লেন্থে করলেন। পিটারসেনের শেষ কথাগুলোর উত্তরে বলেছেন, 'হুমমমম, দেখি কী হয়। আমরা কখনো হতাশ হই না, আশা ছাড়ি না। আমরা ম্যান ইউনাইটেড।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্থগিত

এ বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে না-এমন একটা আভাস আগে থেকেই ছিল। করোনা মহামারির বৈশ্বিক পরিস্থিতি এখন এ অবস্থায় আছে, তাতে এমন একটা বড় টুর্নামেন্ট আয়োজন করা অবাস্তব, এমন শঙ্কা ছিল খোদ স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডেরই। শেষ পর্যন্ত হলো তা-ই। আজ আইসিসির এক সভা শেষে চূড়ান্তভাবে জানানো হয়েছে, এ বছর আর হচ্ছে না টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।এ বছর ১৮ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ার কথা অস্ট্রেলিয়ায়। এরপর আগামী বছর আরও একটা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ভারতে। তবে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে এ বছরের টুর্নামেন্টটা শেষ পর্যন্ত হবে কি না, এই প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছিল গত কয়েক মাসে। আইসিসির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে কিছুদিন সময় চেয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তটাই অবশেষে এসেছে কাল।করোনা পরিস্থিতিতে স্থগিত হয়ে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আইসিসির বড়

ইংল্যান্ডে কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে না অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের

ইংল্যান্ড সরকারের পক্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের কোয়ারেন্টিনে থাকার কোনো নির্দেশনা নেই বলে জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যমচলতি বছর সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ড সফর করবে অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে তাদের। এরই মধ্যে এই সিরিজের জন্য ২৬ সদস্যের দলও ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। নতুন খবর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের মতো তারাও ইংল্যান্ডে যাবে ভাড়া করা বিমানে।ইংল্যান্ড সফর দিয়েই করোনা পরবর্তী ক্রিকেটে প্রবেশ করতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। তাদের এই ইংল্যান্ড সফরের গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে আরও একটি। বর্তমানে ইংল্যান্ড সফর করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা পাকিস্তান দলের মতো দুই সপ্তাহের কোয়ারেন্টিনে থাকতে

TTAADC
OFFICE OF THE SUPDT. OF FISHERIS
LONGRHARAI VALLEY. DHALAI TRIPURA

No.F.4(55)-SF/LTV/Tender/2019-20/248 Dated, Chailengta, the 20/07/2020

Sealed tender are hereby invited for the year 2020-21 by the undersigned on behalf of TTAADC from the bonafide fish seed growers / Fishery based SHG / MSS Ltd. of Longtharai valley Sub-Division as indicated below for supply of major carp fisgerings in different village committee of Manu & Chawmanu R.D. Block area under Supdt. of Fisheries, LTV Sub-Division in live condition as per details terms & condition depiected below :-

Name of item	Eligibility of	Quantity	Area to be covered
1	2	3	4
Supply of Major carps fingerlings 7 cm & above size and having specification Mixed varieties Catla 25% Rohu, 30% Maigal 35% Silver-10%	Bonafide fish Seed growers / SHGs/MSS Ltd. of Longtharai	i) Mixed varieties 1.50 lakh Manu & Chawmanu R.D. Block area.	Different village committee of both Manu & Chawmanu R.D. Block area.

The eligibility of the bidder / tenderer should be a bonafied fish seed growers (individual / Fishery based SHGs / MSS Ltd.) having adequate quantity of required size fingerlings in their own / lease out pond. During inspection / verification bu the office of the undersigned their stock of fingerlings should be shown from their own tanks / ponds and bidder / tenderer must be permanently resident of Longtharai valley Sub-division. The tender form is available from the office of the undersigned @Rs. 500/- (Rupees Five hundered) only on all working days upto 4.00 PM w.e.f. 20.07.20 to 29.07.2020.

Date of sale tender form	:	20/07/2020 to 29/07/2020
Lase date & time of tender submission	:	30/07/2020
Date & time ffor opening of tender	:	31/07/2020 at 2 PM.

TTAADC / ICAT/C-12/20

S/d- Illegible
Supdt. of Fisheries
Longtharai Valley Sub-Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 05/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2020-21
Dated- 13-07-2020.

The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate e-tender from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Bidders / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 03/08/2020 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIT NO-01/NIT/SE-III/R/2020-21	R.99,66,851.15	Rs.99,668.51	06 (Six) months	Up to 15.00 Hrs on [illegible]	At 16.00Hrs on [illegible]	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNITNo. 02/NIT/SE-III/R/2020-21	Rs.29,88,340.24	Rs. 29,883.40	03 (Three) months				
3	DNIT No-03/NIT/SE-III/R/2020-21	Rs.52,97,549.81	Rs. 52,975.50	06 (Six) months				
4	DNIT No-04/NIT/SE-III/R/2020-21	Rs.67,80,699.77	Rs.67,807.00	06 (Six) months				

For more details kindly visit: https://tripuratentlers.gov.in. Bid(s) shall be opened through online by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https:/./tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry, Please contact by e-mail to eepwdsbm2015(@)gmail.corn.
For and on behalf of the Governor of Tripura.
ICA/C-1054/2020-21

Executive Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B) Sabroom,
South Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE/DWS/DMN/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWDITTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD. up to 3.00 P.M. on 04-08-2020 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 142/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 5,00,952.00	Rs. 5,010.00	365 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 143/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 7,36,881.00	Rs. 7,369.00	365 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 144/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 5,91,919.00	Rs. 5,919.00	180 days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 145/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,25,718.00	Rs. 24,257.00	90 days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 146/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,26,296.00	Rs. 24,263.00	90 days	Appropriate Class
6	DNIe-T No: 147/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 23,31,069.00	Rs. 23,311.00	90 days	Appropriate Class
7	DNIe-T No: 148/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 6,14,729.00	Rs. 6,147.00	180 days	Appropriate Class
8	DNIe-T No: 149/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 6,45,465.00	Rs. 6,455.00	180 days	Appropriate Class
9	DNIe-T No: 150/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 6,51,611.00	Rs. 6,516.00	180 days	Appropriate Class
10	DNIe-T No: 151/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 23,75,290.00	Rs. 23,753.00	90 days	Appropriate Class
11	DNIe-T No: 152/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,25,020.00	Rs. 24,250.00	90 days	Appropriate Class
12	DNIe-T No: 153/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 23,78,294.00	Rs. 23,783.00	90 days	Appropriate Class
13	DNIe-T No: 154/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,19,212.00	Rs. 24,192.00	90 days	Appropriate Class
14	DNIe-T No: 155/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,19,962.00	Rs. 24,200.00	90 days	Appropriate Class
15	DNIe-T No: 156/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 24,27,115.00	Rs. 24,271.00	90 days	Appropriate Class
16	DNIe-T No: 157/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 9,66,755.00	Rs. 9,668.00	90 days	Appropriate Class
17	DNIe-T No: 158/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 4,56,768.00	Rs. 4,568.00	365 days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 04-08-2020 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID : 04-08-2020 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee : 1,000.00 each, (non refundable). All details are available in the httpsiltripuratenders.gov.in
Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C-1059/2020-21

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

Notice Inviting Quotation

Sealed quotations are hereby invited for Printing 86 supply of Multi Colour News Letter (Ref. NIQ No.F.6(71)/DSTE/DBT/P-II/613-14; Dated: 16/07/2020). For detail of the quotation please see the website of Directorate of Biotechnology, Tripura. (www.dbttripura.nic.in)
ICA/C-1048/2020-21

(A.Sengupta)
Sr.SO 86 HoO Directorate of
Biotechnology Govt. of Tripura

The Executive Engineer, Mechanical Division (R&B), Agartala, West Tripura Tripura invites e-tender against press NIT NO 15/EE/PNle-T/MECH-DIVN/AGT/2020-2021 Dated: 15-07-2020 For Supply, installation, testing and commissioning of water cooler at different location of Secretariat Building, Agartala along with CAMC for 04 years in post warranty period
With Estimated cost : 7,98,000.00 Earnest Money : 7,980.00 Time of Completion H 01 (One) Months. Last Date of bidding for bids : 05-08-2020 up to 15.00Hrs. Date of opening: 05-08-2020 at 15.30 His For more details kindly visit: https://tripuratenders.govin
ICA/C-1066/2020-21

Executive Engineer
Mechanical Division Agartala,
Tripura

CORRIGENDUM

As per letter No.F.29(5)-ACE(M. DU)-P\VD(R8413)-20 1 911235-3 8,Datedath July 2020 ofthe Superintending Engineer. 0/o the Additional Chief Engineer Planning & Design Unit, PWD(R&B), Ne?., Secretariat Complex. Agar-thin the Class of Bidder appropriate class as mention in PN1cT No. 02/EE/PWD (1-,& B)IICMP/DIV/2020-21, Date: 02-06-2020, Vide MEMO NO. F. 7(2)1EE/PWD (R 13)1KMP/DIV/496. 562 Date: 02-07-2020, bearing DNIT No. 15/CE/PWD (R&B)/ ACE(P&DU)/ PC/2019-20, published in the website / rtip,r;//tripnrrrteneIers.gov.in bearing Tender ID: 2020_CEPWDI 0417_1 has been thrown open to the next lower class for bidding of tender.
All other terms and conditions will remain unchanged
ICA/C-1072/2020-21

Executive Engineer,
Kamalpur Division, PWD (R&D)
Knmalpur, Dhalai Tripura.

ম্যাথুস
শ্রীলঙ্কা
বিশ্বকা
বিশ্বকা
শচীন
বিশ্বকা
শ্রীলঙ্কা
পথে দু
পেসার
সেঞ্চুরি
শ্রীলঙ্কা
ফাইনা
এক ম্যা

জাগরণ 22 July, 2020, Wednesday আগরতলা ২২ জুলাই, ২০২০ ইং, ■ ৭ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

মঙ্গলবারের বৃষ্টি জলমগ্ন আগরতলা শহর। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম, ২১ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরের সূর্য চৌমুহনী এলাকায় সোমবার রাতে দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল সূর্য চৌমুহনীর নারায়ন চন্দ্র পালের দোকানের ভিতরে ঢুকে প্রচুর জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি স্থানীয় জনগণের নজরে আসে। তারপরে খবর দেওয়া হয় দোকানের মালিককে। ঘটনার খবর পেয়ে দোকানের মালিক নারায়ণ চন্দ্র পাল ছুটে আসেন। এ ব্যাপারে আগরতলা পশ্চিম থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তবে চুরি যাওয়া মালপত্র উদ্ধার কিংবা চোরকে পাকড়াও করার কোন সংবাদ নেই। দোকানের মালিক জানিয়েছেন কম করেও ২৫০০০ টাকার বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল।স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন গত বেশ কিছুদিন ধরেই সূর্য চৌমুহনী পোস্ট অফিস চৌমুহনী সহপার্শবর্তী এলাকাগুলোতে চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে।রাজধানী আগরতলা শহরের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে পরপর ধরনের চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ী সহ স্থানীয় জনগণ রীতিমতো দুশ্চিন্তায় প্রহর গুনছেন।বিশেষ করে ওরা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রাত্রিকালীন কারফিউ জারির মধ্যেই ধরনের চুরির ঘটনায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।পরপর ধরনের চুরির ঘটনা ঘটে চললেও রাজধানী পশ্চিম থানার পুলিসের ভূমিকা নিয়ে এলাকার ব্যবসায়ীগণ প্রশ্ন তুলেছেন। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনেছেন ব্যবসায়ী মহল। রাত্রিকালীন পুলিশি টহল সঠিকভাবে দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ।পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল পর পর রাজধানী আগরতলা শহরের তথাকথিত নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে চুরির ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে।পরপর এসব চুরির ঘটনা পুলিশের খামখেয়ালিপনাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে আবারো দেখিয়ে দিয়েছে বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন।রাজধানী আগরতলা শহরে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানো এবং চোর ও সমাজ দ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ী সহ স্থানীয় জনগণ।

এদিকে, বিশালগড় থানা এলাকার হরিশ নগর চা-বাগানে গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।চোরের দল সুরেশ দেবনাথের বাড়িতে ঢুকে ঘরের জানালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে। চোরেরা ঘর থেকে সোনা গয়না এবং নগদ টাকা-পয়সা সহ অন্যান্য সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে। মঙ্গলবার সকালে পরিবারের লোকজন বিষয়টি টের পান। ঘুম থেকে উঠে তারা লক্ষ্য করেন ঘরের জানালা ভাঙ্গা। আলমারি খোলা। লকার ভেঙ্গে সোনা গয়না টাকা পয়সা সব কিছু হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল। চুরির ঘটনায় রীতিমতো হতভম্ব হয়ে পড়েন পরিবারের লোকজন রা। খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। বিশালগড় থানায় এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছে। তবে চলে যাওয়া সোনা গয়না সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধারের কোন সংবাদ নেই। লকডাউন এবং কার্ফু চলাকালে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘিরে স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। মানুষের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে সংশয় দেখা দিয়েছে। বিশালগড় থানার পুলিশ জানিয়েছে চুরির ঘটনায় জড়িতদের আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। হরিশ নগর চা বাগান সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে রাত্রিকালীন পুলিশের টহল বাড়ানোর জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ওইসব এলাকায় বসবাসকারী জনগণ। তাদের অভিযোগ রাতে পুলিশ ওই সব এলাকায় টহল দেয় না। এলাকার মানুষ সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। পুলিশি টহল বাড়ানো হলে এলাকায় চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা যেমন কমবে ঠিক তেমনই অসামাজিক কার্যকলাপ বলে দাবি করেছেন এলাকার জনগণ।

চুরাইবাড়িতে গাঁজা সহ দুই পাচারকারি পুলিশের জালে আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২১ জুলাই।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুরাইবাড়ি রেল ক্রসিং এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ও গোয়েন্দা শাখার পুলিশ নেশাজাতীয় গাঁজাসহ ২ গাঁজা পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। আটক ২ গাজা পাচারকারী দেবজিৎ সিনা (২০) এবং জুয়েল নাথ(২২)। উভয়ের ঘর অসমের কাঠালতলী এলাকায়। আজ ধৃতদের ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করেছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলা চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের কাছে গোপন খবর আসে যে আসাম থেকে দুই যুবক রেল পথ দিয়ে হেঁটে গাজা নিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করছে।গোপন সংবাদের উপর ভিত্তি করে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ও গোয়েন্দা শাখার পুলিশ চুড়াইবাড়ি রেল তেমাতা সংলগ্ন চুরাইবাড়ি রেল ক্রসিংয়ের উপর উৎপেতে বসে থাকে। রাত আনুমানিক ৮টা নাগাদ দুই যুবক একটি ব্যাগ হাতে নিয়ে রেললাইনের পথ দিয়ে হেঁটে অসম থেকে রাজ্যে আসছে দেখে পুলিশ তাদেরকে আটক করে। তারপর তাদের কাছে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় গাঁজা উদ্ধার করে। উদ্ধার করা হয় তাদের সাথে থাকা একটি বাইসাইকেল।সাথে আটক করা হয় দুই গাজা কারবারিকে। ধৃতরা দেবজিৎ সিনা (২০) পিতা হীরালাল সিনা। বাড়ি পার্শবর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার দলির পাড় বাঘন এলাকায়।ও জুয়েল নাথ(২৪) পিতা জ্যোতিষ নাথ।বাড়ি করিমগঞ্জ জেলার কাঠালতলী এলাকায়। পুলিশ তাদের কাছ থাকা একটি ব্যাগ থেকে সাড়ে পাঁচ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। এদিকে চুড়াইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস জানান, চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ. মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্ত এবং এই গাঁজা পাচার চক্রের সাথে যারা জড়িত রয়েছে তাদের অতি শীঘ্রই জালে তোলা হবে বলে জানান ওসি। তিনি আরো জানান, চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ২ গাজা কারবারি পুলিশকে জানায় তারা এই গাজা গুলি আসাম থেকে রাজ্যের চুরাইবাড়িতে নিয়ে আসছিল। চুরাইবাড়িতে এক যুবকের হাতে ওই গাজা গুলি তুলে দেওয়াই ছিল তাদের প্রধান কাজ। যেহেতু করোনা সংক্রমণের কারণে রাজ্যের একমাত্র ৮ নং সড়ক পথ দিয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে বর্তমানে অনেক নিয়ম নীতির সমস্যা রয়েছে সুতরাং রাতের আধারে রেলপথের উপর দিয়ে হেঁটে রাজ্যে প্রবেশ করেছিল ওই দুই গাঁজা কারবারি। উল্লেখযোগ্য যে, বরাবরই রাজ্য থাকে বহি রাজ্য গাঁজা পাচার হয়ে আসছিল কিন্তু বহি রাজ্য থেকে রাজ্যে গাঁজা পাচারের বিষয়টি প্রথমবারের মতো সংঘটিত হলো। সুতরাং উত্তর জেলার পুলিশ প্রশাসন এই বিষয়টির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন।পাশাপাশি পুলিশি রিমান্ড চেয়ে ধৃত ২ গাঁজা কারবারিকে আজ ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করেছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।

বিকাশ দুবের ভাইয়ের খোঁজ দিলেই ২০ হাজার টাকা প্রশান্ত কুমার

লখনউ, ২১ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের ত্রাস, কুখ্যাত গ্যাংস্টার, পুলিশের এনকাউন্টারে নিহত বিকাশ দুবের ভাইয়ের খোঁজ দিতে পারলেই, তথ্য প্রদানকারীকে ২০ হাজার টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। মঙ্গলবার এমনই ঘোষণা করেছেন উত্তর প্রদেশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার। বিকাশ দুবের ভাইয়ের নাম-দীপ প্রকাশ দুবে। তার খোঁজ দিলেই পুরস্কার দেওয়া হবে ২০ হাজার টাকা।

কানপুর এনকাউন্টারের পর থেকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বিকাশ দুবের ভাই দীপ প্রকাশ দুবেকে। দীপ প্রকাশকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে উত্তর প্রদেশ পুলিশ। এবার বিকাশ দুবের ভাই দীপ প্রকাশ দুবের খোঁজ দিতে পারলে ২০ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন উত্তর প্রদেশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার। তথ্য প্রদানকারীর পরিচয়ও গোপন রাখা হবে। পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে লখনউ পুলিশ।

ট্রান্সফর্মারে শর্টসার্কিট, প্রাণ গেল কুকুরের, অল্পতে রক্ষা পেল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। রাজধানীর সূর্য চৌমুহনী সংলগ্ন খোসবাগান এলাকায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে এক বাইক চালক। জানা যায়,খোশবাগান এলাকায় বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার টিতে শর্ট সার্কিট হয়। ট্রান্সফরমারের পাশে একটি কুকুর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায়। ট্রান্সফরমারের কাছে একটি বাইক রেখেছিলেন এক ব্যক্তি। অল্পেতে তিনি শর্ট সার্কিট থেকে প্রাণে বেঁচেছেন। বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির অভিযোগ এনেছেন পথচলতি মানুষ এবং এলাকাবাসী। বিদ্যুৎ

ছয়ের পাতায় দেখুন

চড়িলামে বিদ্যুৎ বিভ্রাট চরমে নাজেহাল গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। অনেকদিন যাবৎ সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত চড়িলাম আড়ালিয়া পঞ্চায়েত এর ৭নং ওয়ার্ডে দুদিন যাবৎ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। যদিও স্বর্নযুগের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে হীরা যুগেও। এলাকাবাসীরা জানায় দুদিন যাবৎ চড়িলাম বিদ্যুৎ নিগম অফিসে কয়েকবার গিয়ে কল দিয়ে আসার পরও বিদ্যুৎ কর্মীদের কোন হেলদোল নেই।বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা জানায় কালকের মধ্যে যদি বিদ্যুৎ পরিসেবা স্বাভাবিক না হয়, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে উত্তর চড়িলামবাসীরা।তবে যদিও বিদ্যুৎ সংযোগ থাকে তিনটি ফেইজের মধ্যে একটি থাকে আর দুটি থাকে না।প্রতিনিয়ত এমনটাই হচ্ছে বলে জানান এলাকাবাসীরা।তাছাড়া রাত্তিরে সবচেয়ে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে চড়িলামবাসীরা।কারন চড়িলামে রাত্রি বেলা কোন কর্মী অফিসে থাকেন না।বিদ্যুৎ কর্মীরা বিকাল বেলায় তালা লাগিয়ে বাড়ি চলে যায় এমনটাই ক্ষোভ প্রকাশ করেন আড়ালিয়া পঞ্চায়েত এর জনগন।শুধু বিদ্যুৎ বিভ্রাট বললে ভুল হবে,বিদ্যুৎ এর জন্য জলের ও অসুবিধা হতে হচ্ছে সাধারণ জনগনের।বিদ্যুৎ গ্রাহকরা এও জানান,বর্তমানে চড়িলামে বিদ্যুৎ মন্ত্রী এলাকারই বিধায়ক। বিদ্যুৎ মন্ত্রী থাকা সত্যেও চড়িলামের প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ বিভ্রাট লেগেই থাকে।এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ মানুষ একথা বলতে ও দ্বিধা বোধ করেনি যে স্বর্নযুগে যা ঘটতো বর্তমানে ও তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। আরও অভিযোগ করেন একদিকে চলছে লক ডাউন। এলাকা ছোট বড় শিশুদের স্কুল কলেজ বন্ধ। বাড়িতে থেকে একটু পড়াশোনা করবে এটাও করতে পাচ্ছেন না প্রতিদিন বিদ্যুৎ বিভ্রাট এর ফলে।তাই চড়িলামের বিদ্যুৎ গ্রাহকরা এও বলেন কোন কারনে বিদ্যুৎ অফিসে ফোন করতে চাইলেও ফোন থাকে বোবা অবস্থায়।কোন কারনে বিদ্যুৎ অফিসে যোগাযোগ করতে চাইলেও অফিসের কর্মচারীরা ফোন তুলছে না বলে জানান। তাই চড়িলামবাসীরা উপ মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহ বিদ্যুৎ বিভ্রাট থেকে জনগণের মুক্তি চাচ্ছেন।তা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে জানা গেছে।

শান্তিরবাজার ব্যবসায়ী কমিটির সিদ্ধান্তে সমস্ত দোকান পাট বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ জুলাই।। শান্তির বাজারে পুনরায় চালুরপথে সাপ্তাহিক বন্ধ। শান্তির বাজার ব্যাবসায়ীকমিটি ও এ পি এম সির যৌথ উদ্দ্যোগে প্রতিসপ্তাহে মঙ্গলবার শান্তির বাজার সমস্ত দোকান বন্ধ রাখার সিদান্ত নিয়েছেবলে জানাযায়। সরকারি কোনোপ্রকার সিদান্ত ছারা ব্যাবসায়ী কমিটির সদস্যরা এই সিদান্ত নিয়েছেন বলে জানাযায়। এই বন্ধের ফলে শান্তির বাজারে মাছ বাজার, মাংস বাজার, সব্জী বাজার, ফল দোকান, মিষ্টি দোকান, মুদি দোকান ও অন্যান্য দোকান গুলি বন্ধরাখায়েছে। যানচলাচল ছিলো স্বাভাবিক। হঠাৎ করে এই বন্ধকে অনেকে মনে নিতে পারেননি। যার ফলসরূপ দেখাযায় দু একটি দোকান হাফ শাটার করে ব্যাবসা চালিয়ে যাবার প্রয়াস চালিয় যাচ্ছিলো। ব্যাবসায়ীদের এইধরনের সিদান্তের উপর

ছয়ের পাতায় দেখুন

সংক্রমণ থামছেই না, আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৪০,৯২২

ওয়াশিংটন, ২১ জুলাই (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না আমেরিকায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারা দিনে) আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬১,২৮৮ জন মানুষ। ফলে মার্কিন মুলুকে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩.৮২ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আমেরিকায় মৃত্যুও রোজই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শেষ ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারা দিনে) আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৪৮৮ জনের, ফলে মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৯২২-তে পৌঁছে গিয়েছে।

বজ্রাঘাতে প্রাণহানি, জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চে মৃত্যু ৩ জনের

জম্মু, ২১ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল ৩ জনের। এছাড়াও মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১২টি গবাদি পশুর। সোমবার গভীর রাতে পুঞ্চ জেলার সুরানকোটে তালুকার অন্তর্গত ঢোক গুমসার এলাকায় (অত্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকা) বাজ পড়ে। বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের।

প্রশাসন সূত্রের খবর, সোমবার গভীর রাতে পাহাড়ের উঁচু এলাকায় বাজ পড়ে। বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। মৃতদের নাম হল-মহম্মদ ইশাক এবং জারিনা আখতার। তৃতীয়জনের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। এসএসপি পুঞ্চ রমেশ আংরাল জানিয়েছেন, মৃতদের বাড়ি সুরানকোটের ল্যাথুগ এবং লাসানা এলাকায়।

৮৫-তে জীবনাবসান, প্রয়াত মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল লালজি ট্যান্ডন

ভোপাল ও লখনউ, ২১ জুলাই (হি.স.); চিকিৎসায় আর সাড়া দিলেন! দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর প্রয়াত হলেন মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল লালজি ট্যান্ডন। মঙ্গলবার সকালে লখনউয়ের মেদান্তা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন লালজি ট্যান্ডন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মঙ্গলবার সকালে এই দুঃসংবাদ জানিয়েছেন লালজি ট্যান্ডনের ছেলে আশুতোষ ট্যান্ডন। টুইট করে আশুতোষ লেখেন, "বাবা আর নেই"।

প্রায় দেড় মাস ধরে মেদান্তা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল লালজি ট্যান্ডনের। কিডনি ও লিভারের সমস্যার পর তাঁকে মেদান্তা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসকদের বহু চেষ্টা সত্বেও প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না মধ্যপ্রদেশের ২২ তম রাজ্যপালকে। চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছেন লালজি ট্যান্ডন।

মধ্যপ্রদেশের ২২ তম রাজ্যপাল ছিলেন লালজি ট্যান্ডন। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপালের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আনন্দীবেন প্যাটেলকে। উত্তর প্রদেশ বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন লালজি ট্যান্ডন। ১৯৯৬-২০০৯ সাল পর্যন্ত বিধায়ক ছিলেন তিনি, উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা লালজি ট্যান্ডন।

মৃত্যু ৫৮৭ জনের, ভারতে করোনা-মুক্ত ৭.২৪ লক্ষের বেশি : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি.স.): ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন করোনা-সংক্রমিতের পাশাপাশি মৃত্যুও বাড়ছে রোজই। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৫৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৭,১৪৮ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৮,০৮৪ জন এবং সংক্রমিত ১১,৫৫,১৯১ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭,২৪,৫৭৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ০২ হাজার ৫২৯।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৮,০৮৪ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৬৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ৫৮ জন, বিহারে ২১৭ জনের, চন্ডীগড়ে ১২ জন, ছত্তিশগড়ে ২৫ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৩,৬৬৩ জনের, গোয়া ২৩ জন, গুজরাটে ২১৬২ জনের, হরিয়ানায় ৩৫৫ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ২৫৪ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৫৩ জনের, কর্ণাটকে ১, ৪০৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪৩ জন, লাদাখে দু''জন, মধ্যপ্রদেশে ৭৪৮ জন, মহারাষ্ট্রে ১২,০৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে ৪ জন, ওড়িশায় ৯৭ জনের, পুদুচেরিতে ২৯ জন, পঞ্জাবে ২৬২ জন, রাজস্থানে ৫৬৮ জনের, তামিলনাড়ুতে ২,৫৫১ জন, তেলেঙ্গানায় ৪২২ জন, ত্রিপুরায় ৭ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫৫ জন, উত্তর প্রদেশে ১,১৯২ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১,১৪৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ভাবিয়ে তুলছে দেশবাসীকে। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৩১, ৮৬,৯৫-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১২,৩৭,৪৭, গুজরাটে ৪৯, ৩৫৩, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৪,৭৬৯, উত্তর প্রদেশে ৫১,১৬০ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৭,৫৬,৭৮।

ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বাড়ছে মৃত্যুও। একইসঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ২০ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৪৩,৮১,৩০৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২০ জুলাই ৩,৩৩,৩৯৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরে করোনায় আরও ৩ জনের মৃত্যু, মৃত বেড়ে ২৫৯

শ্রীনগর, ২১ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও ৩ জনের। ফলে জম্মু ও কাশ্মীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৫৯। মঙ্গলবার কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শ্রীনগরের লালবাজার, পুলওয়ামা জেলার পরিগাম এবং কুলগাম জেলার মিরবাজারের বাসিন্দা ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে ৩ জনের মৃত্যুর পর জম্মু ও কাশ্মীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ২৫৯ জনের।

শ্রীনগরের লালবাজারে মৃত্যু হয়েছে ৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধার, পুলওয়ামায় ৪৩ বছর বয়সী ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং কুলগামে প্রাণ হারিয়েছেন ৫০ বছর বয়সী পৌঢ়।

সংক্রমিত আরও ৬৪৭ জন ওড়িশায় আক্রান্ত বেড়ে ১৮,৭৫৭

ভুবনেশ্বর, ২১ জুলাই (হি.স.): ওড়িশায় ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৪৭ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮,৭৫৭। নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। নতুন করে আক্রান্ত ৬৪৭ জনের মধ্যে বিভিন্ন কোয়ারেন্টিন সেন্টারে ৪৩১ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং ২১৬ জন অন্যত্র সংক্রমিত হয়েছেন।

মঙ্গলবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৬৪৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮,৭৫৭। আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক গঞ্জামে, সেখানে আক্রান্ত ২২৫, কটকে ৮৪ জন, খুরদায় ৬৮ জন, রায়াগড়ে ৪৭ জন, বালেশ্বরে ৪০ এবং আঙ্গুলে ৩৭ জন সংক্রমিত হয়েছেন। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগী ৫৭১৫ জন এবং সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১২,৯১০ জন।

কোথায় লকডাউন। বর্ডার এলাকায় লকডাউনের মধ্যেই চলছে দোকানীদের ব্যবসার রমরমা। মঙ্গলবারের তোলা ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।